ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-65 ■ 5 December, 2025 ■ আগরতলা ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

এনসিসি ক্যাডটদের হাতে ত্রিপুরার ভবিষ্যত নিরাপদ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) সর্বদাই শুধু কুচকাওয়াজে নয়, সমাজের সেবাতেও এগিয়ে আছে। এনসিসি মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে সহায়তা করে।

আজ আগরতলার নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে আয়োজিত ত্রিপুরা এনসিসি ফেস্ট - ২০২৫ এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এনসিসির সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। আমি সেখান থেকে যা শিখেছি, সেটা ভুলব না। এটাই আমার ভিত্তি ছিল।১৯৭০ সালে একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় এনসিসির ক্যাম্প হতো। আর এনসিসি করার সময় জুনিয়র ডিভিশন বয়েজ ক্যাটাগরিতে আমাকে বেস্ট স্মার্ট এন্ড বেস্ট ক্যাডেট হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। যা এখনো আমার মনে আছে। বর্তমানে এনসিসি ক্যাডেটদের যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তখন সেসব কিছু ছিল না।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর সমাজে দেশভক্তির ভাবনা জাগ্রত হয়েছে। যা আগে তেমনভাবে দেখা যায় নি। এনসিসি ক্যাডেটদের খাকি পোশাক একটা মূল্যবান অলঙ্কার। যা অনেক গুরুত্ব রাখে। আপনাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কেউ আর্মি, কেউ নেভি, কেউ এয়ারফোর্সে যাবেন। তাদের জন্য এনসিসি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। শৃঙ্খলা কি বিষয় সেটা আপনারা অবগত রয়েছেন। এনসিসি কিংবা এধরণের কোন বিভাগে যুক্ত থাকলে তারা অবশ্যই শৃঙ্খলাপরায়ন হবেন। এনসিসি মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে। অন্যান্যদেরও দিশা দেখাতে পারেন আপনারা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আজ আমরা শুধু একটা উৎসব উদযাপন করছি না, আমরা একতা, শৃঙ্খলা এবং সেবার চেতনাকে উদযাপন করছি - যা ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পসকে তুলে ধরে। আপনাদের খাকি পরিধানে এবং এখানে সমবেত যুবদের উজ্জ্বল চেহারা দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে ত্রিপুরার ভবিষ্যত নিরাপদ এবং সক্ষম হাতে রয়েছে। এনসিসি নিছক একটি সংগঠন নয়, একটি আন্দোলন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান যে, এনসিসি ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ত্রিপুরায় এর পদচিহ্ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উর্দিধারী যুব সংগঠন। ত্রিপুরা এনসিসি ফেস্ট ২০২৫ ত্রিপুরা রাজ্যে যুব, শৃঙ্খলা এবং জাতীয় পরিষেবার একটি যুগান্তকারী উদযাপন হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটি উর্দিধারী পরিষেবা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে ব্যবধান দূর করে। একটি সীমান্ত রাজ্যে বসবাস করার সুবাদে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হংকংয়ে অগ্নিকান্ডে ১৫৯ জনের মৃত্যু

হংকং, ৪ ডিসেম্বর ।। গত সপ্তাহে শহরের সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৫৯ জনের মৃত্যুর পর, হংকং কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার থেকে শহরের সমস্ত পুনঃ নির্মাণাধীন ভবন থেকে মেশের নেটিং সরানোর উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, এই নেটিংই অগ্নিকাণ্ডের আগুন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, যার ফলে সাড়ে সাতটি বহুতল ভবন পুড়ে যায়। বুধবার রাতে হংকং সরকার দ্রুত নেটিং সরানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, শনিবারের মধ্যে সমস্ত পাবলিক এবং প্রাইভেট আবাসিক ভবন থেকে নেটিং অপসারণ করতে হবে। এটি 'জনসাধারণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে এবং বাসিন্দাদের এবং ব্যবসায়ীদের মনোভাবকে শান্ত রাখতে' নেওয়া হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর ওয়াং ফুক কোর্ট কমপ্লেক্সে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যেখানে সাতটি বহুতল ভবন একেবারে পুড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রাথমিক তদন্তে খুঁজে পাওয়া গেছে যে, নেটিংয়ের মেশই আগুনকে আরও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

শহরের পুনঃনির্মাণ কাজ এখন বেশ কিছুদিনের জন্য স্থগিত হতে চলেছে, কারণ ইন্সপেক্টররা নিশ্চিত করবেন যে, ভবনগুলোর নেটিং নিরাপত্তা মানদণ্ড পূরণ করছে কিনা। শহরের শা টিন অঞ্চলে, যেখানে ওয়াং ফুক কোর্টের কাছাকাছি একটি আবাসিক এলাকা রয়েছে, সেখানে আজ সকাল থেকে শ্রমিকরা নেটিং অপসারণ শুরু করেছেন।

পুলিশ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের মধ্যে ১৫ জন বিভিন্ন নির্মাণ কোম্পানির কর্মী, যারা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। তাদের মধ্যে রয়েছেন ওয়াং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধিও কেন্দ্রীয় শেয়ারের দাবি সংসদে তুললেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির স্বল্প রেভিনিউ আয়ের বিষয়টি সামনে তুলে ধরে প্রি ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের সম্পূর্ণ অর্থ কেন্দ্রীয়ভাবে বহন করার দাবি সংসদে উত্থাপন করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়ন ও সুবিধা বাড়াতে এই স্কিমের ১০০ শতাংশ ব্যয় কেন্দ্রের বহন করা জরুরি। বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ অংশীদারিত্বে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সাংসদ বিপ্লব দেব ২০১৯-২০ অর্থ বছরের পর গত পাঁচ বছরে এই স্কলারশিপের অর্থরাশি পুনঃ বিবেচনা করে তা বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি নাএই বিষয়ে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তার বক্তব্য, "উত্তর পূর্বাঞ্চলের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। তাই স্কলারশিপে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ শেয়ার ও অর্থরাশি বৃদ্ধির বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।"

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরাম জানান, প্রি ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ শতাংশ বহন করে এবং বাকিটা রাজ্যসরকার বহন করে। কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জ সমাবেশ থেকে প্রদ্যোৎকে আক্রমণ

মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি আর চলতে দেওয়া যাবে না ঃ রেবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় উপলক্ষে আজ বিশ্রামগঞ্জ বাজারে আয়োজিত হয় বিজয় সমাবেশ। সমাবেশে তিপরা মথা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে সরব হলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। একই সঙ্গে তিনি সংবিধান, গ্রেটার তিপরাল্যান্ড, এডিসিতে পেনশন বঞ্চনা এবং আর্থিক অনিয়মসহ নানা বিষয় তুলে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণকে একহাত নেন।

বিজয় সমাবেশকে ঘিরে বাজারজুড়ে ছিল বর্ণাঢ্য মিছিল, যা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে জমায়েতে পরিণত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে রেবতী ত্রিপুরা অভিযোগ করেন, "সংবিধানের কথা বলেন প্রদ্যুৎ বাবু, কিন্তু বাস্তবে সংবিধানকে সম্মান করেন না তিনি। মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি আর চলতে দেওয়া যাবে না।"

একই সঙ্গে তিনি গ্রেটার তিপরাল্যান্ড ইস্যুকে "অবাস্তব স্বপ্ন দেখানোর রাজনীতি" বলে মন্তব্য করেন।

এডিসিতে পেনশন বঞ্চনা এবং অর্থব্যবস্থাপনায় অনিয়মের অভিযোগও তোলেন তিনি।

এদিনের সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে ৫২ পরিবারের মোট ২০১ জন ভোটার বিজেপিতে যোগ দেন। রেবতী ত্রিপুরা বলেন, "সারা দেশেই বিজেপির বিজয় অব্যাহত। বিহারের জয় দেশের বাকি অংশের মতো ত্রিপুরাতেও উন্নয়নের বার্তা বহন করে এনেছে। এই বার্তাকে সামনে রেখে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।" সমাবেশ শেষে নতুন যোগদানকারীদের দলীয় পতাকা তুলে স্বাগত জানানো হয়।

ইন্ডিগোর ২০০ টির বেশি বিমান বাতিল বন্দরে বিশৃঙ্খলা

নয়া দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ।। ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো বৃহস্পতিবার ২০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে, যা দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। দিল্লি, মুম্বাই, আহমেদাবাদ এবং হায়দরাবাদে মোট ১৯১টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, ফলে এসব শহরের বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় এবং অস্থিরতা বেড়ে যায়।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) ইন্ডিগোর কর্মকর্তাদের দুপুর ২টায় বৈঠকে ডেকেছে এবং বিমান চলাচলে এই বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে। তবে, ইন্ডিগো জানিয়েছে যে, তারা ডিজিসিএ'র কোনো তদন্তের ব্যাপারে অবহিত নয়।

আজ বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলির মধ্যে দিল্লি-তে ৯৫টি, মুম্বাই-তে ৮৫টি, বেঙ্গালুরু-তে ৭৩টি, হায়দরাবাদ-এ ৬৮টি, পুনে-তে ১৬টি, আহমেদাবাদ-এ ৫টি এবং কলকাতা-তে ৪টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল থেকে ৯৫টি ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, যার মধ্যে ৪৮টি উড্ডয়ন ও ৪৭টি অবতরণ। কলকাতা-এ ২৪টি ইন্ডিগো ফ্লাইট দেরিতে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ১০টি আগমন ও ১৪টি প্রস্থান। বেঙ্গালুরু-তে ৪১টি ইন্ডিগো আগমন এবং ৩২টি প্রস্থান বাতিল হয়েছে, এবং পুনে-তে ৮টি আগমন ও ৮টি প্রস্থান বাতিল হয়েছে, ১১টি বিমান মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং ১৯টি ফ্লাইট দেরিতে পৌঁছেছে।

ইন্ডিগোর বিপর্যয় শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ফ্লাইটকে প্রভাবিত করেনি, বরং অন্য বিমান সংস্থার ফ্লাইটও এর প্রভাব পড়ে। বেশ কিছু ডোমেস্টিক ফ্লাইট, বিশেষ করে এয়ার ইন্ডিয়া, আকাশ এয়ার এবং স্পাইসজেট-এর ফ্লাইটগুলিও বিলম্বিত হয়েছে, যেহেতু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার কাছ থেকে ৭ লাখের ব্রাউন সুগার উদ্ধার

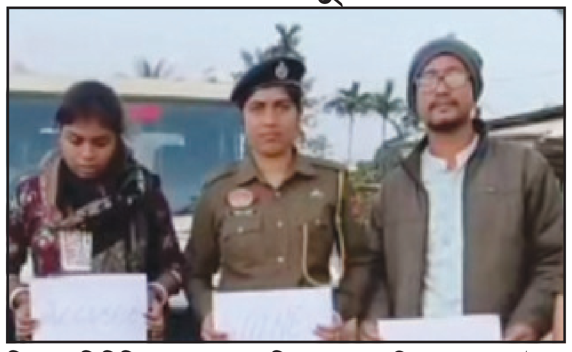

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন তৃষা বাড়ি এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ল খয়েরপুরের এক মহিলা। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে আনুমানিক সাত লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত দে জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রেলস্টেশন চত্বরে বিশেষ অভিযান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ লাখের ইয়াবা সহ দুই নেশাকারবারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল খোয়াই পুলিশ। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ বাহিনী। আটক দুই যুবকের নাম সবুজ মিয়া ও রাহুল মিয়া, দু'জনেরই বাড়ি দুর্গানগর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ১০৪ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়ন এবং খোয়াই পুলিশের যৌথ উদ্যোগে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি ও নেশা বিরোধী অভিযান চলছিল। সেই সময় সন্দেহবশত নম্বরবিহীন এক স্কুটিকে থামানো হয়। স্কুটিতে থাকা দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদে অসংলগ্ন বক্তব্য পাওয়ায় পুলিশ স্কুটিতে তল্লাশি চালায়।

তল্লাশি চলাকালীন স্কুটি থেকে ১৮টি প্যাকেটে মোট ৩৬০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় সবুজ মিয়া ও রাহুল মিয়াকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক।

নিম্নমানের খাবার

অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমনিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। নিম্নমানের খাবার সরবরাহ থেকে শুরু করে টিসি না দেওয়াএমন একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মোহনপুরের গজারিয়া গ্রামের ডিএম কলোনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ মহিলা ও অভিভাবকেরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি সিকতা পালকে কেন্দ্রের ভিতরে তালাবদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছেন দিদিমণি। গত মঙ্গলবার এক অভিভাবক তাঁর সন্তানের জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) চাইলে দিদিমণি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। বুধবারও একইভাবে টিসি প্রদান না করে বাড়ি ফেরত পাঠান। বৃহস্পতিবার ওই অভিভাবক আবার কেন্দ্রে এলে দিদিমণি পুনরায় তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিভাবকেরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রটিতে নিয়মিত নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। শিশুদের সঙ্গেও দিদিমণি প্রায়ই দুর্ব্যবহার করেন। তাদের দাবি, দিদিমণিকে অবিলম্বে অপসারণ না করলে সেন্টারের পরিবেশ আরও খারাপ হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা নীলিমা সূত্রধরও দিদিমণির বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, সিকতা পাল সময়মতো কেন্দ্রে আসেন না। তিনি শিশুদের পাঠদান না করে আশপাশের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। এমনকি এক শিশু এলেও তার জন্য রান্না করতে দিতে চান না বলেও অভিযোগ করেন সহায়িকা। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

দানবীয় শ্রমকোড আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদে সরব সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। নয়া শ্রমকোডকে দানবীয় শ্রমকোড আখ্যা দিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিআইটিইউ। আজ রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করে সামিল হয়েছেন কর্মী সর্মথকরা। এদিনের মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে বলেন, নতুন শ্রম আইন সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র এই আইন প্রণয়ন করেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, গত ২১ নভেম্বর নয়া শ্রমকোড কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সিদ্ধান্ত সরকার পুরোপুরি কর্পোরেটদের স্বার্থের জন্য লাগু করেছে। এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ। কারণ, দেশের বেকার প্রবীণ ও কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী এই আইন।

তাঁর কথায়, গোটা দেশের কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ২৯ টি শ্রম আইন বাতিল করে শ্রম বিরোধী ৪টি শ্রম কোড লাগু করেছে কেন্দ্র সরকার। এই শ্রম কোড লাগুর ফলে ৮ঘণ্টার কাজকে ১২ ঘণ্টা বাধ্যতামূলক করার অধিকার কর্পোরেটের হাতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পি এফ গ্রাচুইটি সহ অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা অনিশ্চিত করা হয়েছে। অতিসত্বর শ্রম কোড প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। তা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন শ্রমিক-সমর্থকরা।

উত্তর প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় রাজ্যের মেডিক্যাল পড়ুয়া যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। উত্তর প্রদেশের আমরোহা জেলার দিল্লি—লখনউ জাতীয় সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ত্রিপুরার এক ছাত্রসহ মোট চারজন। বুধবার গভীর রাতে তাদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই চারজন পড়ুয়ার মৃত্যু হয় বলে খবর।

মৃতদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার রামনগর ১ নং রোড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কৃষকদের ক্ষমতায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর।। কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অটলভাবে কাজ করে চলেছে।

বর্তমান সরকারের আমলে কৃষকেরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন, যা অতীতে দেখা যেত না। ধলাই জেলার সালেমার কেভিকেতে আয়োজিত উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী জানান, উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন (২০০১) নতুন উদ্ভিদজাত সংরক্ষণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৃষকদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত জাত উদ্ভাবনে উৎসাহ দেওয়া, কৃষকদের অধিকার রক্ষা করা এবং কৃষি বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা।

তিনি আরও জানান, উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন কর্তৃপক্ষ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা।

মন্ত্রী বলেন, এই আইনের ফলে ফসলের জাত কৃষকদের নামে নিবন্ধিত হবে এবং সেই জাতের ওপর কৃষকের পূর্ণ অধিকার থাকবে। উন্নত ও উদ্ভাবনী বীজ সুরক্ষা, ঐতিহ্যবাহী জাত সংরক্ষণে কৃষকের ভূমিকাকে স্বীকৃতি, মানসম্মত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় যুবকের ২০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ ডিসেম্বর।। কৈলাসহরে ইরানি থানার শ্রীনাথপুর এলাকার একটি নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনায় আদালত রায় প্রদান করেছে। ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অমরেন্দ্র কুমার সিং আসামী আরিদ আলীকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালের ২৫ অক্টোবর যখন নাবালিকার পরিবারের লোক সন্ধ্যায় তাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরবর্তী অনুসন্ধান চলাকালীন জানা যায়, ইছবপুর গ্রামের পাখিরবাদা এলাকার বাসিন্দা রহমান আলীর ছেলে আরিদ আলী ও আরও একজন মিলে মোটরবাইকে নাবালিকাকে গোলকপুর চা বাগানে অপহরণ করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৫ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্রী নয়

কন্যা সন্তান কখনোই অবহেলার পাত্র নয়, বরং তাহারা আশীর্বাদস্বরূপ।দুঃখজনক হইলেও সত্য, আমাদের সমাজে এখনও অনেক জায়গায় কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। পরিবার থেকে শুরু করিয়া সমাজসব স্তরেই এই ভুল ধারণা রহিয়াছে যে পুত্র সন্তানই কেবল পরিবারের ভরসা।আসলে, ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাহাদের উভয়েরই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সমান সুযোগ পাওয়া উচিত।কন্যা সন্তানরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ: উপযুক্ত শিক্ষা, যত্ন এবং সুযোগ পাইলে তাহারাও জীবনে সবক্ষেত্রে সফল হইতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন ধর্মে কন্যা সন্তানের প্রতি সম্মান ও তাহাদের উত্তম প্রতিপালনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই মানসিকতা পরিবর্তন করা এবং কন্যা সন্তানকে প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব।

কন্যা সন্তান অবহেলার পাত্রী নয়এটি একটি সমাজের জন্য একটি মৌলিক বার্তা। কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তান উভয়ই সমানভাবে পরিবারের এবং সমাজের অংশ।কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলার ফলে শুধুমাত্র তার জীবনেই নয়, সমগ্র সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমান অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।একটি উন্নত সমাজ গড়তে হলে কন্যা সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের মর্যাদা বোঝা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বার্তাটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারে যে কন্যা সন্তানও একটি আশীর্বাদ এবং তারা আমাদের আগামী দিনের আলোকিত ভবিষ্যৎ।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আজও কন্যা সন্তান অবহেলা বঞ্চনার শিকার। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় ইহা কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। সন্তান পুত্র কিংবা কন্যা যাই হোক না কেন তাহাকে মর্যাদা দিতে হইবে। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে ,সমাজের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পিতা মাতা কিংবা অভিভাবক হিসাবে সন্তানদের মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ রেখা টানা যাইবে না।

আজও কি সমাজে কন্যাসন্তান 'অবাঞ্ছিত'? কন্যা বলিয়াই কি তাহাকে জন্মের পর অবহেলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে? মায়ের কোলটুকু পাইবার অধিকার তাহার নাই? কয়েক বছর আগে ভারতের অর্থমন্ত্রকের এক সমীক্ষায় জানা গিয়াছিল, আমাদের দেশে এমন অনেক দম্পতি আছেন যাঁহারা পুত্রসন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সন্তান জন্ম দিয়াছেন। আর তাহার আগে জন্ম হওয়া কন্যারা হয়তো তথাকথিত 'অবাঞ্ছিত'। আর এই পরিস্থিতির কোনও অর্থনৈতিক মাপকাঠি অনুসারে বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারের ভিত্তিতে পরিবর্তন হয়নি। এমনকি বলিউডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত পর্যন্ত এক নারী দিবসে বলিয়াছিলেন, তিনিও নাকি তাঁহার পরিবারে অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান ছিলেন! আমাদের দেশেই ২০২০ সালে পাঁচ কন্যাসন্তানের পিতা তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট কাটিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা! পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। চলতি বছরেই মুর্শিদাবাদে এক পিতা পরপর তিনটি কন্যাসন্তান হওয়ার পর তাহার তিন মাসের কন্যাসন্তানকে আছড়াইয়া মারিয়াছে। এই অবস্থা আর কতদিন চলিবে? সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রাদের কথা আমরা জানি। বর্তমানেও দেখি 'কন্যারা সাইকেল চালাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছে। মেধাতালিকায় ছাত্রদের মাত করিয়া দিতেছে ছাত্রীরা। এসব দেখিয়া একদিকে যেমন গর্বে বুক ফুলিয়া ওঠে তেমনই অবহেলিত শিশুকন্যা দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়।

কন্যাসন্তান আজও অনেক পরিবারের কাছে 'অবাঞ্ছিত' কেন, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও অজানা।

এসবের পাশাপাশি আশা জাগায় কিছু ভালো খবর। এই যেমন অনাথ শিশুকে দত্তক নিতে সেসব গৃহে প্রচুর ফোন আসে। কোথাও আবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কন্যাকে লক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া পুজো করা হইতেছে, হাসপাতাল থেকে মা কন্যাসন্তান নিয়া বাড়ি ফিরিবার পর উৎসব আকারে তাহাকে বরণ করা

হইতেছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিই তো এটা শেখায়। দুর্গাপুজোয় আমরা কুমারী পুজো করি, অর্থাৎ কন্যার মধ্যে দেবীরূপ কল্পনা করি। আর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফেও তো প্রচেষ্টা, প্রচার ও প্রকল্পের অভাব নাই। প্রয়োজন শুধু সচেতনতার ও সদিচ্ছার। ভালো শিক্ষা দিলে কন্যা ও পুত্রের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে না, সেটি সবাইকে বুঝিতে হইবে। তাহা কইলেই সমাজে কন্যা সন্তানরা অবহেলিত হইবে না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো সচেতন হইতে হইবে। দের সকলের দায়িত্ব।

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় ধ্বংস স্টল, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রেতা

ধর্মনগর, ৪ ডিসেম্বর : ধর্মনগর বার লাইব্রেরির সামনে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা। বহির রাজ্যের এক রাস্তার পাশের আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রেতা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন পুলিশের একটি বোলেরো গাড়ির ধাক্কা থেকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের একটি বোলেরো গাড়ি পেছনে নেওয়ার সময় গিয়ার না পড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে গাড়িটি সোজা উঠে বসে ওই ওষুধ বিক্রেতার অস্থায়ী দোকানের ওপর। এতে তার দোকানে রাখা সমস্ত কাচের বোতল, বনেদি আয়ুর্বেদিক ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ঘটনার সময় ওষুধ বিক্রেতা পাশের দোকানে টিফিন করছিলেন।

তিনি জানান, "দেখি গাড়িটা আমার দোকানের দিকে এগোচ্ছে, তখনই চিৎকার করি। কিন্তু ড্রাইভার কোনোভাবেই গাড়ি থামাতে পারেনি। আমার সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে।"

এদিকে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, একই ড্রাইভার আগেও এক মহিলা উকিলকে ধাক্কা দিতে গিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিল। ফলে আজকের ঘটনার পর ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা গাড়িটিকে আটকে রেখে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ধর্মনগর থানার এসআই মনোজ কুমার পাল। উকিলরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, থানায় নিয়ে গিয়ে টাকা দিলে চলবে না, ঘটনাস্থলেই ওই দরিদ্র বিক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেনএতটাই অনফিট পুলিশ গাড়ি রাস্তায় চলল কীভাবে? এখন দেখার বিষয়, এই ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রেতাকে কতটা সাহায্য করে পুলিশ প্রশাসন।

প্রসারিত মহাবিশ্বে পাল্টে যাচ্ছে গতি, স্থান ও কাল

সুবীর পাল

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির অন্তরে লুকিয়ে আছে তিনটি সীমারেখা। অন্তত এখনও পর্যন্ত মনুষ্য গবেষণার এই ত্রিবেণী ধারার সর্বশেষ নির্যাস হলো ব্ল্যাক হোল, হোয়াইট হোল এবং ওয়ার্ম হোল। এ হেন রহস্যময় এই এয়ী আন্তরব্রহ্মাণ্ড বিচরণ শুধু পেঁয়াজের খোসার মতো উৎসুক গবেষকদের ক্রমাগত নিত্য নতুন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েই চলেছে অন্তহীন পর্যায়ে। রহস্যে ঘেরা মহাকাশের অসীম গহ্বরে ব্ল্যাক হোল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে মহাকর্ষ এক এতটাই প্রবল ক্ষমতাধর যে আলোর রশ্মি পর্যন্ত সেখান মুঠো বন্দি হয়ে যায়। থিতুও হয়ে ওঠে। এমনটা তৈরি হয় যখন কোনও বিরাটাকার নক্ষত্র নিজস্ব জ্বালানি সমাপ্ত করে মহাকর্ষের চাপে নিজের মধ্যে এটি নিজেই বিলীন হয়ে যায়। এসবের ধ্বংসাবশেষের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়ে যায় সিঙ্গুলারিটি। যেখানে গতি, এর স্থান ও সময় পরিপূর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এটি মহাকাশের এমন এক গুহ্য গহ্বর যার মধ্যে প্রবেশ করা এক যায় কিন্তু ফিরে আসা যায় না। অনেকটা অভিমন্যুর। চক্রবুহ্যের মতো।

এই মুহূর্তেও বিজ্ঞানীদের এটাও ধারণা তৈরি হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুটা কিন্তু ছিল অদ্ভুত শর্তের ইজারায়। শুরুর আগে এতে ছিল না কোনও সময়, স্থান, গতি ও পদার্থ। আচমকা এক অনভিপ্রেত মহা বিস্ফোরণে সৃষ্ট হয় বিশাল মাপের বিগ ব্যাং। আর তারই অনন্ত জাগতিক জঠরে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথমবারের মতো সময়, স্থান, গতি ও পদার্থ। তবু এই তত্ত্ব নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই।

গত সত্তরের দশকে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিং দাবি করেন, বিগ ব্যাং সৃষ্টির সময়েই এক ক্ষুদ্রাকৃতির কৃষ্ণঘন ব্ল্যাক হোলের অবস্থান রয়ে যায়। যার নাম তিনি দিয়েছিলেন "প্রাইমোরডিয়াল ব্ল্যাক হোল" বা আদিম ব্ল্যাক হোল। তবে এগুলো প্রথম থেকেই ছিল বহু ভাবে বিভক্ত একেকটা পৃথক শক্তির পুঞ্জ পিণ্ড। এই ব্ল্যাক হোলগুলো তদানীন্তন মহাবিশ্বের জটিল অস্থিতিশীলতার মধ্যেই আচমকা গঠিত হয়েছিল। অবশ্য হকিংয়ের আরও একটি তত্ত্ব অনুসারে, এই নয়া ক্ষুদ্র ব্ল্যাক হোলগুলো ক্রমেই অদৃশ্য হতে থাকে বিশেষ বিকিরণের মাধ্যমে, যাকে উল্লেখ করা হয়, "হকিং রেডিয়েশন" নামে। এই নিঃশেষিত ব্ল্যাক হোলগুলো হতে উৎসারিত হয়ে থাকে এক বিপুল পরিমানের অকল্পনীয় শক্তিরাশি। আর এই শক্তি থেকেই গঠিত হয়েছিল সাম্প্রতিক মহাবিশ্বের প্রথমতম পরিকাঠামো।

কোনও একটি নক্ষত্রের জীবন শুরু হয় মহাজাগতিক গ্যাস ও ধূলিকণার বিশাল মেঘের স্তর থেকে। এই অবস্থা কোটি কোটি বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

কিন্তু একসময় এসে যায় যখন নক্ষত্রের হাইড্রোজেনের জ্বালানি ফুরিয়ে আসে। তখন হিলিয়াম থেকে তৈরি হয় আরও ভারী মৌল, যেমন কার্বন, অক্সিজেন বা লোহা। এরপর ফিউশনের শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। তখন নক্ষত্রের কেন্দ্রে যে মহাকর্ষ ক্রমাগত কাজ করছিল সেটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ক্রমেই। ফলে নক্ষত্রের মূল যৌগিক হঠাৎ করে ধ্বসে পড়ে নিজের ভেতরেই।

যদি কোনও সাদা বামনের ভর সূর্য্যের মোট ভরের ১.৪ গুণের বেশি হয়, তখন ওই ইলেকট্রন প্রেসার আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না। তখন মূল যৌগিকটি আরও চেপে যেতে থাকে। সেই চাপের জেরে প্রচুর নিউট্রন কণা তৈরি হয় এবং অবশেষে মূল যৌগিকটি হয়তো বা নিউট্রন স্টার অথবা একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়ে ওঠে।

কিন্তু মূল নক্ষত্রটির ভর যদি অনেক বেশি হয়, সাধারণত সূর্যের ৮ থেকে ২০ গুণ বা তার চেয়েও বেশি, তাহলে তার মৃত্যু হয় একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এই বিস্ফোরণ নক্ষত্রটির বাইরের স্তরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মহাকাশের যত্রতত্র। কিন্তু কেন্দ্রীয় মূল যৌগিকটি রয়ে যায় একই অভিরূপে। এইভাবে তৈরি হওয়া ব্ল্যাক হোলকে বলা হয় স্টেলার-ম্যাস ব্ল্যাক হোল। এদের ভর সাধারণত সূর্য্যের ভরের কাছাকাছি থেকে দশ গুণের মতো বেশিও হতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে। মহাবিশ্বে ব্ল্যাক হোল এক অত্যন্ত বিস্ময়কর বস্তু। বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীকেও হার মানায় বাস্তবের এই ব্ল্যাক হোল। মহাকাশ গবেষকদের ধারণা, প্রবল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ব্ল্যাক হোলের ভেতর থেকে কোন কিছুই বের হতে পারে না, এমনকি কোন আলোর কণাও নয়। এর ফলে ব্ল্যাক হোল থাকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। কিন্তু এর অভ্যন্তরে গতি, স্থান কালের চাদরের বক্রতাটি অসীম আকার ধারণ করে থাকে। একেই বলে, "সিঙ্গুলারিটি"। এখানে এসে গতি, স্থান এবং কাল একাকার হয়ে গেছে। সময় গেছে থেমে। স্থান হয় বিলীন। গতির দ্রুততা থমকে যায়। পদার্থ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মগুলি এখানে একদমই খাটে না। সেজন্যই ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে আসলে কি ঘটছে সেটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন শুধু নয়, আপাতত অসম্ভব। ব্ল্যাক হোলগুলো যখন ঘুরতে ঘুরতে কাছাকাছি এসে পড়ে তখন এরা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তৈরি হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গ মহাকাশের স্থান, গতি ও কালের বিন্যাসে কখনও কখনও পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। অন্যদিকে, এটির থিওরিটিক্যালি পর্যালোচনা করা সম্ভব হলে এর বাস্তব সম্মত অস্তিত্ব এখনও মানুষের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণে ধরা পড়েনি। তবে আগামীতে হোয়াইট হোলের প্রকৃত অস্তিত্ব আকাশ পর্যবেক্ষণে পাওয়া সম্ভব হবে না এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে।

ব্ল্যাক হোলের নাম তো আমরা হামেশাই সবাই শুনেছি, কিন্তু হোয়াইট হোলের ক্ষেত্রে? তাই না? এ আবার কি জিনিস? আসলে মহাবিশ্বের সিংহভাগ রহস্যই এখনও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। হোয়াইট হোল এমনই এক অধরা রহস্যের নাম।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার মূল তত্ত্বে খুব সুক্ষ্ম এক পরিবর্তন এনেছেন এখনকার গবেষকেরা। যে পরিমার্জন কে বলা হচ্ছে ফাইন টিউনিং। যার মাধ্যমে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির অজানা প্রভাবকে হিসেববদ্ধ করা হয়ে থাকে। এই নতুন ভাবে সাজানো তত্ত্ব অনুযায়ী,

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার মূল তত্ত্বে খুব সুক্ষ্ম এক পরিবর্তন এনেছেন এখনকার গবেষকেরা। যে পরিমার্জন কে বলা হচ্ছে ফাইন টিউনিং। যার মাধ্যমে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির অজানা প্রভাবকে হিসেববদ্ধ করা হয়ে থাকে। এই নতুন ভাবে সাজানো তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে মাধ্যাকর্ষণ আর আগের মতো অসীমে গিয়ে পৌঁছায় না।

হোয়াইট হোলকে আদতে বলা হয় ব্ল্যাক হোলের থিওরিটিক্যাল টুইন। এর চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী। ব্ল্যাক হোল তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু হোয়াইট হোল তার ভেতরে কোন বস্তুকে প্রবেশ করতেই দেয় না। সবকিছুকেই যেন উগরে দিতে চায় সবসময়। মহাকাশ বিশারদরা মনে করেন, হোয়াইট হোল হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের একেবারে অন্তিম স্তর। ব্ল্যাক হোলের অভ্যন্তরে মাধ্যাকর্ষণ আর আগের মতো অসীমে গিয়ে পৌঁছায় না। বরং সেটা একটি সীমার মধ্যে পাক খেতে খেতে লটকে যায়। এটা এমন এক ঘূর্ণিপাক, যা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে নতুনভাবে চলতে থাকে। কিছুটা অন্য অভিযোজনের অভিপ্রায়ে। আর এখানেই রয়েছে আসল চমক। যদি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সত্যিই সিঙ্গুলারিটি না থাকে, তাহলে হয়তো আমরা যা কিছু ভাবতাম হারিয়ে গেছে, তা আবার ফিরে আসতে পারে রহস্যময় আপন নিয়মে। পদার্থ বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, সেই সব তথ্য ও শক্তি হয়তো এক সময় উদঘাটিত হবে। আর সেটা ঘটতে পারে হোয়াইট হোলের হাত ধরে। যেটা ব্ল্যাক হোলের একেবারে উল্টো পথের শরিক। কিছু না গ্রাস করে সবকিছু উগরে দেবার অভ্যাসে।

ইতালির খ্যাতনামা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ কার্লো রোভেলির মতে, মহাবিশ্বে হোয়াইট হোলের অস্তিত্ব আলবাৎ রয়ে গেছে। কোনও সংকুচিত নক্ষত্র যখন ব্ল্যাক হোলে রূপান্তরিত হয় তখন কোয়ান্টামের অনিশ্চয়তার কারণে ব্ল্যাক হোলটি সময়ের উল্টো খাতে "বাউন্স ব্যাক" করতে থাকে কখনও। ব্ল্যাক হোলটি তখন তার ভেতরের সমস্ত শক্তিকে বাইরে বের করে নিয়ে এসে একটি হোয়াইট হোলে নিজেই পরিণত হয়ে ওঠে। তিনি সম্প্রতি হোয়াইট হোল একটি গবেষণা ভিত্তিক বই লিখেছেন। যার মধ্যে কার্লো রোভেলি পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন অকাট্য তত্ত্ব দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, আমরা এখনও হোয়াইট হোলের অস্তিত্বের মুখোমুখি হতে না পারলেও আমাদের অজানা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এর চরম অবস্থান অস্বীকার করতে পারি না। তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের মতে এই মহাকাশে তিনটে রিজিয়ন স্পেস ও তার পৃথক নিজস্ব টাইম থিউরি রয়েছে। যা পৃথিবীবাসীর ভাবনায়, ব্ল্যাক হোল, হোয়াইট হোল এবং ওয়ার্ম হোল তত্ত্বে সীমাবদ্ধ। ১৯১৬ সালে ব্ল্যাক হোলের ধারণা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং মহাবিশ্বে যে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব আছে তা প্রত্যক্ষ করতে ১০৩ বছর সময় লেগেছে মানুষের। একইসঙ্গে এটাও ঠিক, হোয়াইট হোল এবং ওয়ার্ম হোলের প্রকৃত অবস্থান এখনও পর্যন্ত বাস্তবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ধারনা করা হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্বের বাইরের অন্য কোনও মহাবিশ্বের অন্তরে পাশাপাশি দুটি বা ততোধিক ব্ল্যাক হোলের আকস্মিক সংঘর্ষের পর একটি ওয়ার্ম হোল তৈরি হয়ে থাকে। এইরূপ ওয়ার্ম হোলের ভিতর দিয়ে ভয়ঙ্কর আকারের শক্তি নির্গত হয় এবং ব্ল্যাক হোলের অপাচ্য অংশগুলো নির্গত হতে থাকে অনবরত। এ হেন ওয়ার্ম হোলের ভিতর দিয়ে অপর এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য আরেকটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবেশ করাও সম্ভব। যেখানে সময়, স্থান ও গতির আপেক্ষিকতা মানুষের কল্পনা সীমার অস্তিত্বও হার মানতে বাধ্য।

আমাদের অনেকটা চেনা সৌরমণ্ডলের প্রাণকেন্দ্র হলো সূর্য্য। এর থেকে নির্গত আলোক রশ্মির গতিবেগ শুন্য মাধ্যমে হলো প্রতি পার্থিব সেকেন্ডে ২, ৯৯,৭৯২ কিলোমিটার। এমন চোখ ধাঁধানো গতিও সামগ্রিক অচেনা মহাবিশ্বে ভীষণ রকমের শ্লথ। মহাকাশে প্রতিনিয়ত নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের, ব্ল্যাক হোলের সঙ্গে ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ লেগেই চলেছে। ফলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে অবিরাম মহাকাশে। ফলে নিত্যনতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টিও হচ্ছে নিত্য নতুন অবয়বে।

নয়াতম অদ্ভুতুড়ে শৃংখলে।সুতরাং সার্বিক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে। রকমারি আন্তনাক্ষত্রিক দূরত্বের উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে সমান হারে অকল্পনীয় শক্তির অনুররণে। অতএব বদলে যাচ্ছে গতিপথ। পাল্টে যাচ্ছে সময়ের ধারা। স্থান যেন বেড়েই চলেছে। কোথাও সময় আমাদের চেনা ছন্দ থেকে অবিশ্বাস্য বেগে এগিয়ে চলেছে। কোথাও বা পিছিয়ে চলেছে। গতির দ্রুততা এখানে সূর্য্যের রশ্মিপথকে স্থবির করে দেয় তুলনায় কখনও। তাই আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা এই মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাকাশে অভিযাত্রার কথা কল্পনাতেও আনতে পারি না। আর এখানেই এক নতুন অধ্যায় সুচিত করেছে ওয়ার্ম হোল। এর অভ্যন্তরে সময়ের লয় ও গতির দ্রুততা, স্থানের ব্যপ্তিতে এত প্রবল ধাবমান শক্তি সম্পন্ন যে ওয়ার্ম হোলের নিকটবর্তী দুটি বা তার বেশি মহাবিশ্বের মধ্যে চমক সংযোগ ঘটে যায় বিদ্যুতের চকিতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভূমিকম্প সম্পর্কে ১২টি বিস্ময়কর তথ্য

সারা বিশ্বেই বড়ো বড়ো ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্প হয় বাংলাদেশেও। সম্প্রতি এধরনের ভূমিকম্পের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ভূমিকম্প হলে তার পরপরই এনিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা কতোটুকু জানি। এখানে এরকম ১২টি বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরা হলো:. **সারা পৃথিবীতে বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়।** যুক্তরাষ্ট্রে ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে বলছে, প্রত্যেক বছর গড়ে ১৭টি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয় রিখটার স্কেলে যার মাত্রা সাতের উপরে। এবং আট মাত্রার ভূমিকম্প হয় একবার। তবে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়। এর অনেকগুলো হয়তো বোঝাই যায় না। বোঝা যায় না কারণ খুব প্রত্যন্ত এলাকায় এসব হয় অথবা সেগুলোর মাত্রা থাকে খুবই কম। **ভূমিকম্পের কারণে দিনের দৈর্ঘ্য কমবেশি হতে পারে।** জাপানের উত্তর-পূবে ২০০৯ সালের ১১ই মার্চ একটি বড়ো ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার মাত্রা ছিলো ৮ দশমিক ৯। এর ফলে পরিবর্তন ঘটে পৃথিবীর ভরের বণ্টনে। এবং তার প্রভাবে পৃথিবী ঘুরতে থাকে সামান্য দ্রুত গতিতে আর তখন দিনের দৈর্ঘ্যে কমে যায়। সেদিন দিন ১.৮ মাইক্রো সেকেন্ড ছোট ছিলো। **সান ফ্রান্সিসকো সরে যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলসের দিকে।** যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহর প্রত্যেক বছর গড়ে দুই ইঞ্চি করে লস অ্যাঞ্জেলসের দিকে সরে যাচ্ছে। এই একই গতিতে বাড়ে আমাদের আঙ্গুলের নখ। শহরের এই অবস্থান পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে সান অ্যানড্রেয়াস ফল্টের দুটো দিক ক্রমশ একটি অপরটিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই

গতিতে চলতে থাকলে এই দুটো শহর কয়েক লাখ বছর পর একত্রিত হয়ে পড়বে। **ভূমিকম্পের আগে স্থির জল থেকে গন্ধ বের হয়।** বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূমিকম্পের আগে পুকুর, খাল-বিল, হ্রদ, জলাশয়ের স্থির জল থেকে দুর্গন্ধ আসতে পারে। এমনকি সেই জল সামান্য উষ্ণও হয়ে পড়তে পারে। প্লেট সরে যাওয়ার কারণে মাটির নিচ থেকে যে গ্যাস নির্গত হয় তার কারণে এটা হয়ে থাকে। এর ফলে ওই এলাকার বন্যপ্রাণীর আচরণেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ বলছে, ২০০9 সালে ইটালিতে এক ভূমিকম্পের সময় এক ধরনের ব্যাঙ সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো এবং ফিরে এসেছিলো ভূমিকম্পের পরে। বলা হয়, এই ব্যাঙ জলের রাসায়নিক পরিবর্তন খুব দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। **ভূমিকম্পের পরেও জলে ঢেউ উঠতে পারে।** ভূমিকম্পের পরেও পুকুরে কিম্বা সুইমিং পুলের জলে আপনি কখনো কখনো ঢেউ দেখতে পারেন। একে বলা হায় শ্যাস। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভূমিকম্প হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তারপরেও কয়েক ঘণ্টা ধরে অভ্যন্তরীণ এই জলে তরঙ্গ অব্যাহত থাকতে পারে। মেক্সিকোতে ১৯৮৫ সালে একবার ভূমিকম্প হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে যেবার এই মেক্সিকো থেকে ২০০০ কিলোমিটার দূরে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুলের পানি ছিটকে পড়তে পড়তে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ভূমিকম্পের কথা মনে রেখেই ইনকা সভ্যতা ও জাপানি বাড়িঘর তৈরি। ভূমিকম্পের কারণে যাতে বাড়িঘর ধসে না যায় সে বিষয়টি মাথায় রেখেই ইনকা আমলের স্থাপত্য ভবন ও জাপানি প্যাগোডা নির্মিত হয়েছিলো। ৫০০ বছর আগে ইনকার স্থাপত্য কর্মীরা যখন মাচু পিচু শহর নির্মাণ করে তারা বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে একটি আদিকালের জ্ঞান কাজে লাগিয়েছিলো যাতে ঘন ঘন হওয়া ভূমিকম্পের হাত থেকে তাদের বাড়িঘর বেঁচে যেতে পারে।

বেশিরভাগ ভূমিকম্পেরই উৎস প্রশান্ত মহাসাগর। পৃথিবীতে যতো ভূমিকম্প হয় তার অধিকাংশ, ৯০ শতাংশই হয় রিং অফ ফায়ার এলাকাজুড়ে। এই এলাকাটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। **ভূমিকম্পের কারণে চিলির একটি শহর ১০ ফুট পশ্চিমে সরে যায়।** ২০১০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বড়ো ধরনের এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিলো চিলির কনসেপসিওন শহরে। রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিলো ৮.৮। এর ফলে পৃথিবীর শক্ত উপরিভাগে ফাটল ধরে এবং শহরটি ১০ ফুট পশ্চিমে সরে যায়। **ভূমিকম্পে খাটো হয়ে যায় এভারেস্ট।** নেপালে ২০১৫ সালের ২৫শে এপ্রিল আঘাত হানে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কমে আসে হিমালয়ের অনেক পর্বতের উচ্চতাও। মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা কমে গিয়েছিলো এক ইঞ্চির মতো। **জাপানি পৌরাণিক কাহিনীতে ভূমিকম্প হয়েছিলো বড়ো আকারের এক ক্যাটফিশের কারণে।** ইতিহাসে দেখা যায় জাপানি এক দ্বীপে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো নামাজু নামের বিশাল এক ক্যাটফিশ। পৌরাণিক কল্প কাহিনীতে বলা হয়, অনেক ভূমিকম্প হয়েছিলো এই মাছটির কারণে। প্রাচীন গ্রিকরা বিশ্বাস করতেন সমুদ্রের দেবতা পজিডন রেগে গিয়ে পৃথিবীর ওপর আঘাত করলে ভূমিকম্প হতো।

হিন্দু পুরাণে আছে এই পৃথিবীকে ধরে রেখেছে আটটি হাতি। এই হাতিগুলো দাঁড়িয়ে আছে একটি কচ্ছপের পিঠের ওপর। আর ওই কচ্ছপটি ছিলো কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা একটি সাপের উপরে। এই প্রাণীগুলোর যে কোনো একটি যখন নড়ে উঠতো তখনই ভূমিকম্প হতো। **ভূমিকম্পের আগে প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন ঘটে।** ভূমিকম্পের ফলে যে শুধু ব্যাঙের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে তা নয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ২০০৪ সালে সুনামির আগে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে তারা অনেক পশু পাখিকে দেখেছেন উঁচু এলাকার দিকে ছুটে যেতে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট কম্পন পশুপাখিরা টের পেয়ে যায়। **ব্রিটিশ একজন বিজ্ঞানী ভূমিকম্পের কারণ চিহ্নিত করেছেন।** ব্রিটেনের একজন প্রকৌশলী জন মাইকেল ভূমিকম্পের কারণ উদঘাটন করেছেন। এই আবিষ্কার হয়েছে ১৮শো শতাব্দীর শুরুর দিকে। তাকে দেখা হয় ভূকম্পনবিদ্যার একজন জনক হিসেবে। তিনি বলেন, ভূ-পৃষ্ঠের বহু নিচে শিলা-খণ্ডের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রাম্য মদ্যপ মাফিয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ মহাবীর চা বাগানের শ্রমিক পরিবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: কমলপুর মহকুমার প্রত্যন্ত মহাবীর পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের এক শ্রমিক পরিবার দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম্য মদমত্ত মাফিয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। থানা ও পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও নিষ্কৃতি মিলছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন ওই পরিবারের সদস্যরা।

শ্রমিক ঊর্মিলা নায়েক (৬৮), মহাবীর চা বাগানের বাসিন্দা। স্বামী মৃত জ্যোতিয়া নায়েক। এক ছেলে, পুত্রবধূ ও দুই নাতিনাতনিকে নিয়ে দিনমজুরির কাজ করে কোনও রকমে সংসার চালান তিনি। অভিযোগ, গ্রামের বাসিন্দা সুদাম তাঁতি নামে এক ব্যক্তির অত্যাচারে প্রতিদিন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে তাঁদের পরিবার।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে ঊর্মিলা নায়েক জানান, দু' মাস আগে তাঁদের এক পোয়া ধানের জমিতে সুদাম তাঁতির গরু ঢুকে ধান গাছ নষ্ট করে ফেলে। এ বিষয়ে তাঁর ছোট ছেলে গৌতম নায়েক গরুর মালিক সুদাম তাঁতিকে জানালে উল্টো সে গৌতমের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ, দা দিয়ে মাথায় কোপ মারতে গেলে গৌতম হাত তুলে ঠেকাতে গেলে তাঁর দুই আঙুল কেটে যায়। এ ঘটনার পর সুদামের বিরুদ্ধে কমলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কিন্তু অভিযোগ, এরপর থেকেই প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে সুদাম তাঁতি মদ্যপ অবস্থায় ঊর্মিলা নায়েকের বাড়িতে হামলা চালাতে থাকে। কখনও ইটপাটকেল ছোড়া, কখনও দা নিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুরএভাবে নিত্য আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে দেয় সে। মহাবীর পঞ্চায়েতে বিষয়টি নিয়ে বিচার হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। পরে পুনরায় থানায় অভিযোগ জানানো হলেও তাতেও কোনও সুফল মেলেনি বলে দাবি পরিবারের।

ঊর্মিলা নায়েকের অভিযোগ, সুদাম প্রতিদিন রাতে বাড়িতে হামলা চালায়, খুনের হুমকি দেয়। পরিবার নিয়ে ভয়ে থাকি। খাওয়া-ঘুম সব বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর দাবি, পরপর অভিযোগের পরও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মহাবীর চা বাগান এলাকায়।

এদিকে, ক্রমাগত হামলা ও হুমকিতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নায়েক পরিবার। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় নতুন শ্রম আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন সিআইটিইউ।

রাজ্যসভায় বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রাজ্যসভায় সংসদে সরকার বিরোধীদের উত্থাপন করা বিষয়গুলির আলোচনায় অবহেলা করছেএমন বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যসভায় সংসদীয় নেতা জগত প্রকাশ নাড্ডা। আজ সংসদে কংগ্রেস সদস্য এবং রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মাল্লিকার্জুন খর্গের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নাড্ডা বলেন, সরকার সংসদে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত এবং বিরোধী দল যেসব বিষয় উত্থাপন করেছে, সে সম্পর্কিত আলোচনার থেকে সরকার কখনোই পিছিয়ে আসেনি।

নাড্ডা আরও স্পষ্ট করেন যে, গত অধিবেশনে সরকার আলোচনা করার জন্য সময় বরাদ্দ করেছিল এবং সংসদে একটি পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আগামী সপ্তাহে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বার্ষিকী এবং নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা হবে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় সক্রিয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফল অগ্রগতি

পুডুচেরী, ৪ ডিসেম্বর : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া সফলভাবে চলমান এবং এতে সক্রিয় জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পুডুচেরীতেও ভোটারদের উৎসাহী অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রক্রিয়া অপ্রতিবন্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক বাসিন্দা সানন্দে প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ ও জমা দিচ্ছেন, যা চলমান ছজ্জট্ত প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন নগরের বাসিন্দা এবং কদিরগামাম নির্বাচনী অঞ্চলের ভোটার মিসেস রাজলক্ষ্মী তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রথমে বিএলও এসে আমাদের একটি ফর্ম দিয়ে গিয়ে ছবি লাগানোর নির্দেশ দেন। চার দিন পর তিনি আবার এসে ফর্ম পূরণের পুরো প্রক্রিয়া আমাদের বুঝিয়ে দেন। দুটি ফর্ম দেওয়া হয়েছিল- একটি তিনি পূর্ণ করে নিয়ে যান, আর অন্যটি আমাদের দেন। ভোটারদের এটা যেন অস্বস্তিকর মনে না হয়। নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল এই এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। বিএলওরা অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করবেন, তবে আপনাদেরও তাদের সহযোগিতা করতে হবে।'

ঢাকায় বৃহস্পতিবার ভোরে হালকা ভূমিকম্প, ত্রাণের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : আজ সকাল ৬:১৫ টায় বাংলাদেশে ঢাকায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়।ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪.১ রিখটার স্কেলে এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা শহরের কাছাকাছি নরসিংদী এলাকায়। ভূমিকম্পের পর আপাতত কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পটির গভীরতা কম হওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে হালকা কম্পন অনুভূত হয়, কিছু সময়ের জন্য বাড়িঘর কাঁপে এবং ঢাকার বিভিন্ন অংশের বাসিন্দারা জেগে ওঠেন। বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করেছেন যে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এটি তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের ফাটল রেখার উপর অবস্থিত। এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিসমোলজিস্টরা সম্প্রতি দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করা, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে এই অঞ্চলে দ্রুত গতিতে উন্নতি হয়েছে, বিশেষ করে সংযোগ ও যোগাযোগ খাতে।

কৈলাসহরে একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধের পথে: শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ নগরবাসী

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরে শিক্ষা ব্যবস্থার চরম অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের রাজ্যস্তরীয় উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের দীর্ঘদিনের উদাসীনতার ফলেই খোদ শহর এলাকায় একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরের কাজিরগাঁও এলাকায় অবস্থিত কৈলাসহর সিনিয়র বেসিক স্কুলটি ছাত্রছাত্রীর অভাবে বিগত এক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। এবার শহরের আরেকটি সরকারি স্কুল বিমল সিংহ কমপ্লেক্স জেবি স্কুল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে।

কাজিরগাঁও এলাকার সিনিয়র বেসিক স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছিল। অবশেষে ছাত্রছাত্রী না থাকায় স্কুলটিকে নন-ফাংশনাল ঘোষণা করা হয়। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়ায় স্কুলটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

শহরের কেন্দ্রস্থল বিমল সিংহ কমপ্লেক্স এলাকায় অবস্থিত এই স্কুলে বর্তমানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছয়জন ছাত্রছাত্রী আছে। কিন্তু নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকেন মাত্র দু'-তিনজন। ৪ ডিসেম্বর দেখা যায়, মাত্র দুইজন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়ে জাতীয় সংগীত গেয়ে দিনের ক্লাস শুরু করেছে। স্কুলে দুটি শিক্ষিকা রয়েছেনস্বপ্না দে (ইনচার্জ) এবং প্রীতি সিনহা। স্কুলের ইনচার্জ স্বপ্না দে বলেন, প্রথম শ্রেণিতে একজন ছাত্র রয়েছে, দ্বিতীয় শ্রেণিতে কেউ নেই। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে দু'জন করে ছাত্রছাত্রী আছে, আর পঞ্চম শ্রেণিতে একজন। প্রতিদিন উপস্থিত কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে মিড-ডে মিল দেওয়া হয়। আগেকার দিনে এই স্কুলে ৬০-৭০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল, কিন্তু আশেপাশে দুইটি সরকারি ও তিনটি বেসরকারি স্কুল থাকায় এখানে আর ভর্তি হচ্ছে না। অভিভাবকরা এখন বেশি করে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে সন্তানের পড়াশোনা করাতে আগ্রহী। তিনি আরও জানান, ২০১৬—১৭ সালে দপ্তর ও পুরপরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়টি বন্ধ করে পাশের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্থানান্তর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর আর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে স্কুলটি খুব শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কৈলাসহর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাধন ত্রিপুরা বলেন, কাজিরগাঁও সিনিয়র বেসিক স্কুল ছাত্র না থাকায় নন-ফাংশনাল হয়ে আছে। বিমল সিংহ কমপ্লেক্স জেবি স্কুলেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত কমেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে মৌখিক নির্দেশ এসেছিল যে ছাত্রছাত্রীদের পাশের মডেল স্কুলে স্থানান্তর করতে হবে। কিন্তু লিখিত নির্দেশ না থাকায় আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছি না। রাজ্য সরকার শিক্ষা পরিষেবার মানোন্নয়নে উদ্যোগী হলেও কৈলাসহর শহরে পরিস্থিতি ভিন্ন।একের পর এক সরকারি স্কুল কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে, তবুও স্থানীয় বিধায়ক বিরজিত সিনহা বা অন্যান্য জনপ্রতিনিধিকারোরই কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ উঠছে। সমাজসেবীরাও এ বিষয়ে নীরব। শহরবাসীর অভিমত, শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা অব্যাহত থাকলে খুব শীঘ্রই কৈলাসহরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে।

জল জীবন মিশন: ১৫ কোটি পরিবারে ট্যাপ জল সংযোগ প্রদান

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সরকার জানিয়েছে যে, "জল জীবন মিশন"-এর অধীনে ১৫ কোটি পরিবারের জন্য ট্যাপ জল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে জলশক্তি মন্ত্রী সি আর প্যাটেল বলেছেন, আরো ৪ কোটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানির সংযোগ প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালে এই প্রকল্পটি শুরু করেছিলেন এবং এটি দেশের প্রতিটি পরিবারকে ট্যাপ জল সংযোগ প্রদান করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার হিমালয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৯০ শতাংশ অর্থ সাহায্য প্রদান করে। কিছু সদস্যের জলসম্পর্কিত অন্যান্য প্রকল্পগুলির বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জল প্রকল্পগুলির জন্য।

রামনগর এইচএস স্কুল কর্তৃক আয়োজিত একটি বিশেষ এনএসএস ক্যাম্পের উদ্বোধন করেনমেয়র দীপক মজুমদার।

যানজট ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে মেলাঘর বাজারে বিশেষ অভিযান, পৌরসভার কড়া সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৪ ডিসেম্বর: দীর্ঘদিনের যানজট ও ফুটপাত দখলের সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অবশেষে কড়া পদক্ষেপ নিল মেলাঘর পৌরসভা।বুধবার মেলাঘর বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ বাজারের ব্যবসায়ী ও পথচারীদের সচেতন করার পাশাপাশি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সতর্ক মিছিল সংগঠিত করে। মেলাঘরের যানজট এখন নিত্যদিনের ভোগান্তির কারণ। বাইপাস রাস্তার অভাব ও বাজারের ফুটপাত জুড়ে ব্যবসায়ীদের অনিয়ন্ত্রিত দখল, তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে অটো ও টমটম গাড়ির দাঁড়িয়ে পড়াসব মিলিয়ে বাজার চত্বর প্রায় প্রতিদিনই অচল হয়ে পড়ে।অতীতে বহুবার উদ্যোগ নিলেও পুরোপুরি সাফল্য আসেনি। এদিনের সতর্ক মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পৌরসভার সিইও অনিমেষ দেবনাথ, মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি-সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা। বাজারে ঘুরে ফুটপাত দখল, পথ অবরোধ ও অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে মেলাঘর পৌরসভার সিইও অনিমেষ দেবনাথ বলেন, "আজ প্রথমে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।যদি এবারও নিয়ম না মানা হয়, তাহলে আগামী দিনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না।" পৌরসভার এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালেও সাধারণ মানুষ জানাচ্ছেন, নিয়মিত নজরদারি ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। এখন দেখার পালাএই সতর্কবার্তার পর পরিস্থিতি কতটা বদলায়।

চেন্নাই ও তিরুভল্লুরে স্কুল বন্ধ, উওর বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনিক ঝড় "দিতওয়া"র প্রভাবে ভারী বৃষ্টি

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর : উওর বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনিক স্টর্ম "দিতওয়া"র কারণে চেন্নাই ও তিরুভল্লুর জেলার কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা ভারী বৃষ্টির ফলে চেন্নাই, তিরুভল্লুর এবং আশেপাশের উপকূলীয় এলাকায় প্রবল বৃষ্টি এবং শক্তিশালী বাতাসের সম্মুখীন হয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

চেন্নাই জেলা কালেক্টর রশ্মী সিদ্ধার্থ জাগদে বৃহস্পতিবারের জন্য স্কুল ছুটি বাড়ানোর ঘোষণা দেন, এটি ছিল টানা তৃতীয় দিনের ছুটি। তিনি বলেন, 'অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি এবং ব্যাপক জলাবদ্ধতার কারণে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।'

তিরুভল্লুরে, জেলা কালেক্টর প্রতাপ ঘোষণা করেছেন যে, বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবার স্কুলগুলি বন্ধ থাকবে। তবে সরকারি অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে চালু থাকবে।

বৃহস্পতিবার সকালে, চেন্নাইয়ের বেশ কিছু অঞ্চলে বৃষ্টি কমে যাওয়ায় বাসিন্দাদের জন্য কিছুটা স্বস্তি এসেছে। সপ্তাহের শুরু থেকে জলাবদ্ধ রাস্তা, ট্রাফিক জট ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের মধ্যেও কিছু পরিষ্কার আকাশের দেখা মিলেছে, যা আগামী দিনে আরও ভালো আবহাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সাইক্লোনের প্রভাব আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

তবে চেঙ্গালপট্টু জেলা এখনও ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। চেঙ্গালপট্টু ও কত্তানকুলাথুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এলাকায়কলাতুর, বালুর ও অ্যাপপুরবৃষ্টি, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটছে।

নিন্নাকরাই বনাঞ্চল থেকে ভারী বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়ে কাইরামপেদু অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করেছে, ফলে কুদুভঞ্চেরি-কোট্টামেদু রোডে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। পেরুমাট্টুনল্লুর বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি রাস্তায় বরফের মতো বৃষ্টির জল প্রবাহিত হওয়ায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। গুদুভঞ্চেরির কাছে বিশনুপ্রিয়া নগরে অধিকাংশ রাস্তা তলিয়ে গেছে, আর একশোটি বাড়িতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করেছে। এই বন্যা শহরতলীর দ্রুত বর্ধিত এলাকায় নিকাশী ব্যবস্থার দুর্বলতার বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

চেন্নাইয়ের আবহাওয়া উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার দিকে নজর রাখছে এবং বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে, কারণ এখনও কখনও কখনও বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুতিনের ভারত সফরের আগে রাহুল গান্ধীর কেন্দ্রকে 'অসুরক্ষিত' বলে মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে দিল্লিতে আসছেন। এর আগের দিন, কংগ্রেসের নেত্রী রাহুল গান্ধী কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা বিদেশী নেতাদের বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিরুৎসাহিত করছে।

পার্লামেন্টের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, 'এটি একটি ঐতিহ্য ছিল যে কোনো বিদেশী নেতা ভারত সফরে এলে তারা বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এটি আত্তাল বিহারি বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিংয়ের সরকারের সময়েও ছিল। কিন্তু বর্তমানে, যখন বিদেশী নেতারা আসেন বা যখন আমি বিদেশ সফর করি, তখন সরকার বিদেশী নেতাদের পরামর্শ দেয় যে বিরোধী দলীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে। এটি তাদের নীতি এবং তারা এটি প্রায়ই করে,' অভিযোগ করেন রাহুল গান্ধী।

তিনি আরও বলেন, 'বিরোধী দলীয় নেতার একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যখন তারা বিদেশী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমরা সবাই ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করি। এটি শুধুমাত্র সরকার নয়, যারা এটি করতে চায় না। সরকার বিদেশী নেতাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করাতে চায় না। মোদিজি এবং বিদেশমন্ত্রক এই নিয়ম অনুসরণ করে না। এটি তাদের অসুরক্ষা,' বলেন রাহুল গান্ধী। এমন অভিযোগের পর বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য এবং প্রাক্তন বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শিংলা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের উত্তর দেন। তিনি বলেন, 'এই সফরগুলো সময়সংকুল এবং অতিথিদের সময়সূচী খুবই সংকীর্ণ। আমি মনে করি, এমন কোনো প্রোটোকল নেই যা দাবি করে যে বিরোধী দলীয় নেতাকে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ হল যে অতিথি প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যেহেতু তারা রাষ্ট্রের প্রধান। এটি সবই সময় এবং ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে,' তিনি এনডিটিভিকে বলেন।

সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে যে, বিদেশী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আয়োজন করে। 'এটি অতিথি দলের ওপর নির্ভর করে তারা সরকারের বাইরে কোনো বৈঠক করতে চান কি না,' একটি সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত জুনে বিরোধী দলীয় নেতা হওয়ার পর থেকে রাহুল গান্ধী বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, মাউরিটানিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন বিদেশী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এদিকে, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের দিল্লি সফরের সময়সূচী যথেষ্ট ব্যস্ত থাকবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে একটি ডিনারে অংশগ্রহণ করবেন, রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করবেন, ভারত মন্ডপ এবং হায়দ্রাবাদ হাউসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তরফ থেকে একটি আতিথেয়তা পাবেন।

NOTICE INVITING Subsidiary e-expression of Interest

On behalf of Hon'ble Chairman, Tripura Horticulture Corporation Limited (THCL), Managing Director of THCL invites different EOI for addendum or inclusion in present empanelment, for supply of different PPC and Organic Items and also fresh EOI for Non FCO items. through website https://tripuratenders.gov.in and bid will remain open for Bidders till **15.12.2025 up to 04:00 PM.**

Sl. No.	Name of Work	EOI value/ Estimated cost(Tentative)	EMD & EOI Fee	Completion Period	Bid Submission End Date & Time	document download & submission start date & time	Bid opening date & time	Place of Bidding
1.	Supply of different plant protection chemicals	Rs.20.00 Lakh	EMD- Rs. 20,000/- & EOI Rs. 1000.00	60 days	15-12-2025 up to 04:00 PM.	29-11-2025 at 10.00 AM on wards	15-12-2025 at 5.00 PM	e-procurement portal Govt. of Tripura at https://tripuratenders.gov.in
2.	Supply of different Organic Item	Rs. 1.00 crore Approx.	EMD-1,00,000/- EOI Fee Rs.1,000/-	60 days	15.12.2025 Up to 3.00 PM.	29-11-2025 at 10.00 AM on wards	15.12.2025 at 4.00 PM	
3	Supply of different Non FCO Items (Shade Net, HDPE Vermi Bed etc.)	Not Finalised	EMD Nil Tender Fee 1000/-	30 days	15.12.2025 Up to 4.00 PM.	29-11-2025 at 10.00 AM on wards	15.12.2025 Up to 5.00 PM	

Eligible bidders shall participate in bidding only in Online through Website https://tripuratenders.gov.in the e-Tender website will not allowed any bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of bid submission. Submission of bids is physically not permitted.
For any enquiry please contact by e-mail to thcl.tripura@gmail.com

Sd/-
(Sanjib Debbarma)
MANAGING DIRECTOR, THCL

ICA/C-3271/25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সমস্ত মানব জাতির উন্নয়নের জন্য নৈতিকতার পরিবর্তন চাই

ধর্ম ও রাজনীতির ভূমিকা যেখানে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মমর্যাদা বা জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা অথবা ধর্ম ও রাজনীতি একে অপরের সহায়ক ভূমিকা হওয়ার কথা। সেখানে আজ ধর্ম ও রাজনীতি মানুষকে হিংসা ও শোষণমুখী পরিবেশে গড়ে তুলছে এবং একমুখী মানবধর্ম বহুমুখী ধর্মীয় মতবাদের পরিবেশে যখন গড়ে উঠেছে। রাজনীতির নামে দুর্নীতির পর্দার আড়ালে গণতন্ত্রের মাথা যখন নীচু হয়ে গেছে তখন সমাজের বুকে গড়ে উঠেছে আধ্যাত্মবাদ ও মানবতাহীন অমানুষের অরণ্যমুখী পরিবেশ পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার মতো ভারত হয়তো সুদক্ষ নেতৃত্বের দীর্ঘায়ু পায়নি। যে কারণে সমাজের বুকে গড়ে উঠেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে প্রতিটি মানুষের জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শোষণ এবং শোষণের ফলে আজ ঝড়ে ভেঙে পরা বৃক্ষের মতো ভেঙে পরছে সমাজমুখী মানুষের সামাজিকতা পরিবেশ। এর ফলে আজ মানুষে মানুষে শুরু হয়েছে ঝগড়া বিবাদ রক্তক্ষয়ী প্রাণনাশী আক্রমণ এইরূপ পরিস্থিতির মুহূর্তে ভবিষ্যত চিন্তামুখী ও জাতি-উপজাতি প্রতিটি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাউট দর্শনের আবির্ভাব হয়েছে এবং প্রাউট হচ্ছে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার পরিকল্পনা। পৃথিবীর মধ্যে ভারত একটা আধ্যাত্মবাদের দেশ। যে দেশ সাধু মহাপুরুষ থেকে শুরু করে পরমপুরুষের জন্মভূমি। সে দেশ আজ ধ্বংসের মুখোমুখী স্বার্থান্বেষীর রাজনীতির স্বার্থে ধর্ম ও জাতিভেদ রাজনীতির আক্রমণে। রাজনীতির নীতি যেখানে হওয়ার কথা অহিংসামুখী ও দুষ্ট দমন শিউপালন। সেখানে যদি হয় তার উল্টো দিকটা। তাহলে যা হয় সমাজব্যবস্থা তা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি।

পৃথিবীর মধ্যে যেমন ভারত একটি আধ্যাত্মবাদের দেশ তেমনি বাঙালী একটি সভ্য জাতি বা বিশ্ববরেণ্য জাতি। শোষণবিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসাবে বাঙালী রাজনীতির নামে দুর্নীতি ও বিভিন্ন আইনের চক্রান্তে আক্রান্ত। রাজনীতিতে সচেতন মানুষ যারা তারা একথা ভালোভাবে জানেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলিয় রাজ্যগুলোতে উপজাতি উন্নয়নের নামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া সংবিধান আইনের ধারা পরিবর্তন করে এমন কিছু আইন তৈরী হয়েছে যে আইনগুলো বাঙালীর ভবিষ্যত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে একটা অবক্ষয় চলছে এবং এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে রাজনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নীতিবাদী মানুষের অভাব। যে কারণে সাধারণ শ্রমজীবি, কৃষিজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সীমিত অর্থ উপার্জনকারী মানুষ। বেকার সমস্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এর সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার বহুমুখী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। কিন্তু এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাব। তাছাড়া কেন্দ্র থেকে আসা রাজ্য উন্নয়নের টাকা সদ্ব্যবহারের চেয়ে অপব্যবহার বেশী। এর ফলে আমাদের দেশ সম্পদে ভরপুর হয়েও ৭৯ বছর বয়সী স্বাধীন ভারতের মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বি হতে পারছে না।

অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ভারত বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশে অর্থাৎ হিন্দু বাঙালীর রক্তের স্বাধীন দেশে হিন্দু বাঙালীর স্বাধীনতা নাই। বাংলাদেশে আক্রান্ত হয় হিন্দু হিসাবে আর ভারতে আক্রান্ত হয় বাঙালী হিসাবে। দুর্নীতির আক্রমণে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের নামে একই বাঙালী যেমন দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তেমনি একই কারণে ভারত এক দেশ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। হিন্দুদের হিন্দুস্থান, মুসলমানদের পাকিস্তান। তারপর পূর্ব বাংলা গণভোটের মাধ্যমে আরেকটি আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্র ঘোষিত হয়েছে। বর্তমানে যার নাম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দাবী ছিল। দেশ যদি ভাগ করতে হয়, তাহলে হিন্দু বাঙালীদের জন্য আলাদা বাঙালীস্তান গঠন করতে হবে এবং সেই দাবী পুরণ হয়নি বলে আজ ভারত তথ্য হিন্দুস্থানে হিন্দু বাজলীকে পরাধীন যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। দেশ ভাগ উদ্বায় বাঙালীদের বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে ১৯টি জাতির রেজিমেন্ট গঠন হয়েছে অথচ ভেঙে দেওয়া বাঙালী রেজিমেন্ট পুনর্গঠনের কথা কেউ বলে না। রেজিমেন্টহীন দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী অবাঙালী আর স্বদেশী বাঙালীকে বিদেশী বলে আক্রমণ করে। ভারতের হালপিও বাংলার আয়তন যদি ৫,৩৫,৪৭১ বর্গকিমি ছিল। তাহলে বাংলার অঞ্চলে বাঙালী বিদেশী আর অবাঙালী স্বদেশী হয় কেমন করে। স্বাধীন ভারতের রাজনীতি বাঙালীর সঙ্গে বহুমুখী মিথ্যাচরণ করেছে।

বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস বিকৃতি করে বাঙালী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলে হিন্দীভাষীরা দাদাগিরি করে আর বাঙালী নেতৃত্ব দলদাস ভূমিকা পালন করে। যে বাঙালী বাঘের ঘরে একদিন সিংহের জন্ম হয়েছিল, সেই বাঙালীর ঘরে আজ নবাগত যুবসমাজ দলদাস ভূমিকা পালন করছে। নেতাজী সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো নেতৃত্বকে হারিয়ে সে বাঙালী পিতৃহারা অসহায় সন্তানের মতো দুর্বল হয়ে পরেছে। সম্মান ভূষিত বাংলা ভাষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতি হারিয়ে যে বাঙালী হিন্দী অপসংস্কৃতির সাগরে ডুবে যাচ্ছে। দেশ ভাগ অপরাধের বিচার না করে রাষ্ট্রীয় পঞ্জীবদান নামে এন আর সি আইনে লক্ষ লক্ষ বাঙালী ডিটেনশন ক্যাম্পে আবদ্ধ পরিবেশ তৈরী হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজল গান্ধী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতৃত্বের প্রতিবাদে সেই আইন আপাতত স্থগিত ঘোষণা হয়েছে। রাজনীতির স্বার্থে এই আইন আবার যে কোন মুহূর্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে বাঙালী ভোটে জয়ী বিধানসভা ও পার্লামেন্ট সদস্যদের সতর্ক থাকতে হবে সময়ে প্রতিবাদ কদরতে হবে এবং স্থায়ীভাবে এই আইনের সমাধান দিতে হবে।

বাঙালীর অস্তিত্ব জলাঞ্জলী দিয়ে শুধু অবাঙালীর উন্নয়ন দিয়ে যেমন দেশ উন্নয়ন হবে না, তেমনি জাতি-উপজাতি, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্ব বহুমুখী ধর্মের বিকল্প একমুখী মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়া বা মানুষের সঙ্গে মানুষের মহামিলন পরিবেশ ছাড়া দেশ উন্নয়ন হবে না। বর্তমানে যে বাঙালী মার খেয়ে মারের উপর প্রতিবাদ করতে পারে না। সেই বাঙালী একদিন বাংলাকে নিয়ে যাবে বিশ্বের আঙ্গিনায়। প্রাউট দর্শনমুখী আদর্শ একদিন বাধ্য করবে হিন্দু-মুসলিম বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। এপার বাংলা ওপার বাংলা, দুই বাংলার মিলন হবে। সময়ের কাজ সময়ে হবে এবং সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

দেশবাসীর কল্যাণে ও বিশ্ববাসীর আশির্বাদে মহতি বাঙালী দিল্লীর মসনদে যাবে এবং বিশ্ববাসীর হৃদয়ে মহামিলন পরিবেশ গড়ে তুলবে। পরিস্থিতির অবনতির দৃষ্টান্তে হয়তো এ কথা হাস্যকর হবে। কিন্তু দার্শনিক পুরুষ শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের অমর বাণী ব্যর্থ হবে না।

প্রাউটকে জানুন, বুঝুন। প্রাউট হচ্ছে রাজনীতির বিকল্প, সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ; যুগোপযুগী তত্ত্ব, অর্থনৈতিক দর্শন বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। প্রাউট প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের ৪৪টি সমাজ সহ বিশ্বের ২৬৮টি মানব সমাজে প্রাউটের একই নিয়ম নীতি অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে সমাজ আন্দোলন। সেই আন্দোলন শুধুমাত্র উপযুক্ত নীতিবাদী মানুষের জন্য অপেক্ষারত। সত্যের ধ্বংস নাই, মিথ্যার জয় নাই।

প্রাউটিষ্ট সর্ব সমাজ সমিতির পক্ষে প্রচার সচীব হরলাল দেবনাথ সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা মোঃ ৯৬১২৪৪২০৯৮

বাঁধাকপি-ফুলকপির রোলে মন ভাল করা স্ন্যাক্স

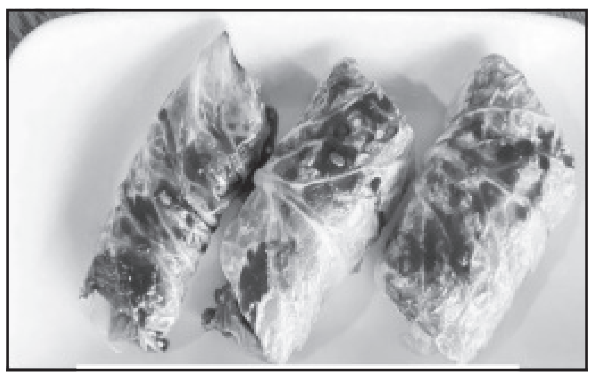

শীতকাল মানেই টাটকা সবজি আর জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া। এই সময় যদি পুরনো স্বাদের একঘেয়েমি কাটিয়ে ডায়েটে যোগ হয় নতুন কোনও স্বাস্থ্যকর কিন্তু মুখরোচক স্ন্যাক্স, তা হলে কেমন হয়? জেনে নিন এমনই একটি অসাধারণ রেসিপিবাঁধাকপি ও ফুলকপির রোল। এই রোল কেবল সুস্বাদু নয়, এটি তৈরি করাও খুব সহজ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটি বেকড অথবা সামান্য তেলে শ্যালো-ফ্রাই করা যায় বলে স্বাস্থ্যপ্রেমীদের কাছেও এটি দারুণ হিট! চলুন, দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করবেন এই ক্রিস্পি ভেজিটেবল রোল।

রেসিপি: বাঁধাকপি ও ফুলকপির রোল

এই রেসিপিতে আমরা রোলের বাইরের অংশ (রোল র‍্যাপার) বাঁধাকপির পাতা দিয়ে তৈরি করব, যা একে ময়দার মোড়কের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর করে তুলবে।

উপকরণ:-

পুরের জন্য

ফুলকপি (ছোট করে কাটা) ১ কাপ, হালকা সেদ্ধ করে নিতে পারেন। বাঁধাকপি (কুচানো) ১/২ কাপ, গাজর (কুচি) ১/২ কাপ, পেঁয়াজ (কুচি) ১/২টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, সবুজ ক্যাপসিকাম (কুচি) ১/৪ কাপ, নুন স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, তেল (ভাজার জন্য) ১ চা চামচ (পুর তৈরির জন্য), ধনে পাতা সাজানোর জন্য, রোল র‍্যাপারের জন্য বাঁধাকপির পাতা (বড়) ৮-১০টি, যেন ছেঁড়া না থাকে।

প্রণালী:- ১. র‍্যাপার প্রস্তুতি (বাঁধাকপির পাতা): একটি বড় পাত্রে জল গরম করুন। জল ফুটলে তাতে সামান্য নুন দিন। বাঁধাকপির পাতাগুলি সাবধানে ছাড়িয়ে গরম জলে ২-৩ মিনিটের জন্য ব্লাঞ্চ করে নিন (একটু নরম করার জন্য)। পাতাগুলি জল থেকে তুলে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিন। এতে পাতার সবুজ রং বজায় থাকবে। পাতাগুলি একটি পরিষ্কার কাপড়ে শুকিয়ে নিন।

২. পুর তৈরি: একটি কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। পেঁয়াজ সোনালি হলে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ১ মিনিট ভাজুন।এরপর কুচানো গাজর, ফুলকপি এবং বাঁধাকপি দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট ভাজুন। নুন, হলুদ, জিরে ও গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। সবজিগুলো যেন পুরোপুরি গলে না যায়, একটু ক্রাঞ্চি ভাব থাকলে ভালো লাগবে।পুর তৈরি হলে ধনে পাতা মিশিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুন।

৩. রোল তৈরি ও রান্না: একটি ব্লাঞ্চ করা বাঁধাকপির পাতা নিন। মাঝখানে ১-২ চামচ পুর রাখুন। এবার পাতার দুই পাশ ভাঁজ করে খামের মতো করে রোল তৈরি করুন। (ময়দার মিশ্রণ ব্যবহার করে পাতার মুখ বন্ধ করতে পারেন, তবে সাধারণত পাতা নরম থাকায় সহজেই আটকে যায়)। একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করুন।রোলগুলি প্যানে সাবধানে রাখুন এবং মাঝারি আঁচে এপাশ-ওপাশ উল্টে গোল্ডেন ব্রাউন ও ক্রিস্পি হওয়া পর্যন্ত শ্যালো-ফ্রাই করুন। স্বাস্থ্যকর টিপস: যদি তেল এড়াতে চান, তা হলে রোলগুলি ১৮০ºস সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রি-হিটেড ওভেনে ১৫-২০ মিনিট বেক করতে পারেন।

দাঁতে টুথপিক ব্যবহারের অভ্যাস ডেকে আনে গুরুতর সমস্যা

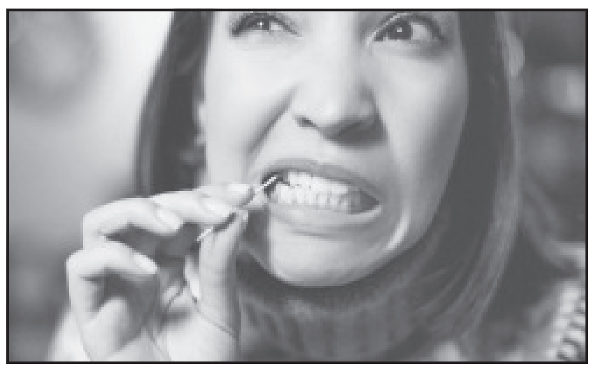

রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ঘরোয়া খাওয়াদাওয়া, দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণা সরাতে টুথপিক প্রায়শই হয় আমাদের ভরসা। এক ঝলকে এই অভ্যাসটিকে স্বাভাবিক মনে হলেও, বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সতর্ক করছেন। খেয়ে উঠে একটা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচানোএই অভ্যাসটি আমাদের অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ঘরোয়া খাওয়াদাওয়া, দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণা সরাতে টুথপিক প্রায়শই হয় আমাদের ভরসা। এক ঝলকে এই অভ্যাসটিকে স্বাভাবিক মনে হলেও, বিশেষজ্ঞরা কিন্তু সতর্ক করছেন। কারণ, টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচানোর ভুল পদ্ধতি বা অতিরিক্ত ব্যবহার আপনার মুখের স্বাস্থ্যের জন্য ডেকে আনতে পারে গুরুতর বিপদ। চলুন জেনে নেওয়া যাক কেন মানুষ টুথপিক ব্যবহার করে, এর বিকল্প কী এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে টুথপিক ব্যবহারের অভ্যাস আপনার দাঁতের জন্য ‘বিপদ’ হয়ে উঠতে পারে। কেন আমরা টুথপিক ব্যবহার করি? খাবার খাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছু কণা দাঁতের ফাঁকে বা মাড়ির সংযোগস্থলে আটকে যায়। এটা থেকে অস্বস্তি, দুর্গন্ধ বা দ্রুত তা সরানোর তাগিদ কাজ করে। টুথপিক হল সবচেয়ে সহজে উপলব্ধ এবং দ্রুত সমাধান। তবে এই দ্রুত সমাধানের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে একাধিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি। টুথপিক ব্যবহারের ৪টি প্রধান বিপদ অত্যন্ত জরুরি না হলে কাঠ বা প্লাস্টিকের টুথপিক ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। নিয়মিত টুথপিক ব্যবহারের ফলে যে চারটি প্রধান সমস্যা দেখা দিতে পারে, তা হল ১. মাড়ির ক্ষতি--- টুথপিক সাধারণত ধারাল এবং শক্ত হয়। ভুলবশত জোরে খোঁচা লাগলে বা ঘন ঘন ব্যবহার করলে মাড়িতে আঘাত লাগতে পারে। ধীরে ধীরে এই আঘাত মাড়ির কোষকে দুর্বল করে দেয় এবং মাড়ি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। মাড়ি একবার ক্ষয়ে গেলে তা আর সহজে আগের অবস্থায় ফেরে না। ২. দাঁতের ফাঁক বড় হওয়া--- অনেকের ধারণা, টুথপিক দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করে। কিন্তু এর নিয়মিত ব্যবহার দাঁত দু’টির মধ্যেকার প্রাকৃতিক সংযোগকে আলগা করে দেয়। ফলে দাঁতের ফাঁক ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এই বড় ফাঁকে আরও বেশি খাবার কণা জমা হয়, যা পরিষ্কার করতে গিয়ে আপনি আরও বেশি টুথপিক ব্যবহার করেনএভাবে একটি ক্ষতিকর চক্র তৈরি হয়।

৩. টুথপিক ভেঙে যাওয়া ও সংক্রমণ কাঠের টুথপিক ব্যবহারের সময় অনেক সময় তার সূক্ষ্ম অংশ ভেঙে মাড়ির নিচে বা দাঁতের ফাঁকে আটকে যেতে পারে। এটি যদি বের করা না যায়, তবে এর থেকে দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তি এবং মাড়িতে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ সৃষ্টি হতে পারে। ৪. দাঁতের এনামেলের ক্ষতি--- যদি টুথপিক দিয়ে দাঁতের ভেতরের দিকে বা এনামেলের উপরে খুব জোরে ঘষা হয়, তবে তা দাঁতের সুরক্ষাকারী স্তর এনামেলকে ক্ষয় করতে পারে। এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হলে দাঁতে শিরশিরানি এবং ক্যাভিটির ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। টুথপিকের স্বাস্থ্যকর বিকল্প কী? দাঁতের ফাঁক থেকে খাবার কণা সরাতে টুথপিকের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী ও নিরাপদ পদ্ধতি রয়েছে, যা ডেন্টিস্টরা নিয়মিত ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ১. ডেন্টাল ফ্লস— এটি দাঁতের ফাঁক এবং মাড়ির লাইনের কাছাকাছি পরিষ্কার করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। ফ্লস ব্যবহারে মাড়িতে আঘাতের ঝুঁকি প্রায় থাকে না।

২. ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ— দাঁতের ফাঁক যদি কিছুটা বড় হয়, তবে এই ছোট ব্রাশগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ফ্লসের চেয়েও দ্রুত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

৩. মাউথ ওয়াশ— খাবারের পর মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলকুচি করলে ক্ষুদ্র কণাগুলি বেরিয়ে আসে এবং মুখ সতেজ থাকে।

৪. জল ব্যবহার— সামান্য গরম জল মুখে নিয়ে ভালভাবে কুলকুচি করলেও বহু কণা বেরিয়ে যায়।

এবার স্বাদবদলে মুরগির মালাইকারি

এমনকী, চিকেন রান্না করতে খুব কম সময়ও লাগে। চিকেন কষা বা মুরগির পাতলা ঝোল। বাঙালির হেঁশেলে এই দুটো হবেই হবে। বিশেষ করে, রবিবার গরমভাতের সঙ্গে যদি মুরগির ঝোল না থাকে তো, তাহলে তা কীসের রবিবার।

অনেকেই আছেন, যাঁদের মুরগির মাংস এতটাই প্রিয় যে চারবেলা শুধু চিকেন খেয়েই থাকতে পারেন। তা চিকেনের যেমনই পদ হোক না কেন। আসলে, এটা কমবেশি সবাই মানতে বাধ্য যে, চিকেন রান্না করা খুব সহজ। এমনকী, চিকেন রান্না করতে খুব কম সময়ও লাগে। চিকেন কষা বা মুরগির পাতলা ঝোল। বাঙালির হেঁশেলে এই দুটো হবেই হবে। বিশেষ করে, রবিবার গরমভাতের সঙ্গে যদি মুরগির ঝোল না থাকে তো, তাহলে তা কীসের রবিবার। তবে স্বাদবদলে একবার ট্রাই করতেই পারেন মুরগির মালাইকারি। সবচেয়ে ভালো খবর, এই রান্না শেষ হবে দশ মিনিটেই। রান্নার জন্য যা যা লাগবে--- মুরগির মাংস দেড় কেজি, পেঁয়াজ কুচি ২ টি, আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, রসুন ৪ কোয়া, নুন, মিষ্টি আন্দাজমতো, নারকেল দুধ ২ কাপ, তেল ৩ টেবিল চামচ, গরমমশালা গুঁড়ো ১ চা চামচ।

এভাবে তৈরি করুন মুরগির মালাইকারি টুকরো করা মুরগির মাংস ভালো করে ধুয়ে নিন। তেল গরম করে রসুন, আদা, পেঁয়াজ, ভালো করে কষে নিয়ে, ততে মুরগির টুকরো, নুন ও মিষ্টি দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দেবেন। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করবেন। মুরগি বেশ কষা হয়ে গেলে, নারকেলের দুধটা ঢেলে মুখটা ঢেকে কম আঁচে বসিয়ে রাখুন রাখুন। নামাবার আগে গরমমশলা গুঁড়ো মেশাবেন। অথবা নারকেলের দুধ ও গরম মশলা মিশিয়ে প্রেশার কুকারে একটা হুইসেল দিয়ে নামাবেন। তৈরি আপনার নারকেলের মালাইকারি।

ফুসফুসকে সুস্থ রাখতে যোগাসন করুন দূষণও প্রভাব ফেলতে পারবে না

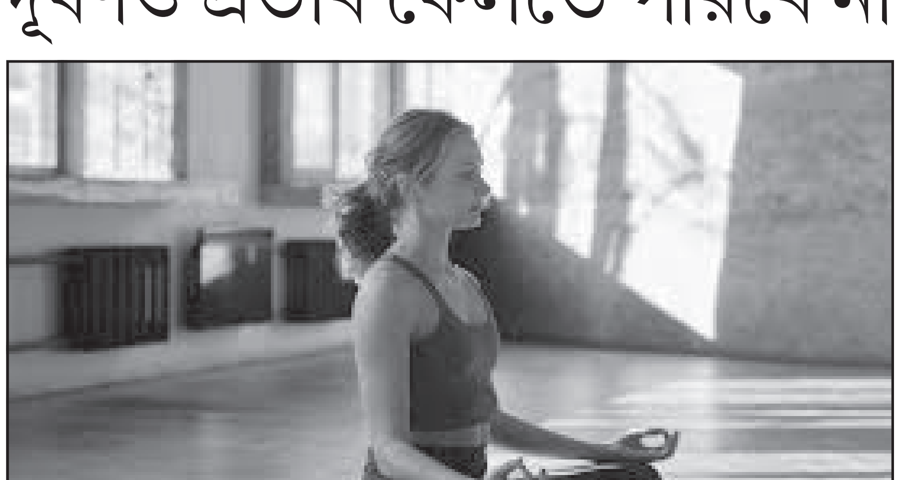

দিল্লি, মুম্বাই যেন এখন গ্যাস চেম্বার। একের পর এক শহরে বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের উপরে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বায়ুদূষণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে ফুসফুসের উপর, যার ফলে অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্ট সহ অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে, যোগব্যায়াম একটি প্রাকৃতিক থেরাপি, যা ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। রামদেব জানিয়েছেন যে এই ক্রমবর্ধমান দূষণের মধ্যে কোন কোন যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়াম ব্যায়ামগুলি উপকারী।

যোগব্যায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফুসফুসকে আরও অক্সিজেন শোষণ করতে সাহায্য করে। এটি ফুসফুসের পেশিগুলিকে শক্তিশালী করে, শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করে। যোগব্যায়াম ফুসফুসে চাপ কমায়, যা শ্বাসকষ্ট কমায়। শ্লেষ্মা পরিষ্কার করতে এবং আরও ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

এই যোগব্যায়ামগুলি ফুসফুসের জন্য কার্যকর

কপালভাতি- রামদেব ব্যাখ্যা করেছেন যে কপালভাতি প্রাণায়াম ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দারুণ উপকারী। এটি কফ কমায় এবং ফুসফুসে চাপ কমায়। এটি ফুসফুস থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে এবং ফুসফুস শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ভুজঙ্গাসন- এই যোগাসন মেরুদণ্ড এবং পাঁজর শক্তিশালী করে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে গভীর করে, অক্সিজেন প্রবাহ উন্নত করে। এই আসন ফুসফুসের চাপ কমায় এবং শরীরে ক্লান্তি কমায়। বক্রাসন- এই আসনটি শরীরের মাঝের অংশকে নমনীয় করে ফুসফুস এবং পাঁজরের চারপাশের পেশীগুলিকে খুলে দেয়। এর ফলে গভীর শ্বাস নেওয়া সহজ হয়। এটি বুকের টান ভাব দূর করতে এবং ফুসফুসকে নমনীয় রাখতেও সাহায্য করে।

মকরাসন- এই আসনটি ফুসফুসে তাৎক্ষণিক স্বস্তি প্রদান করে। শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর এবং গভীর হয়, বুকে চাপ কমায়। এটি শ্বাসযন্ত্রের উন্নতি করে এবং ফুসফুসকে নমনীয় করে।

এছাড়াও- ধূমপান এবং দূষণ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘরে ভালভাবে বায়ু চলাচল রাখতে বলা হয়েছে, যাতে তাজা বাতাস পাওয়া যায়। প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ মিনিট গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণায়াম করুন। হালকা কার্ডিও ব্যায়াম, যেমন দ্রুত হাঁটা, ফুসফুসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পর্যাপ্ত জল পান করুন, যাতে শ্লেষ্মা না জমে এবং ফুসফুসের উপর চাপ না পড়ে।

স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৫: পুডুচেরীতে গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজন করবে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি

পুডুচেরী, ৪ ডিসেম্বর : ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ছাত্র উদ্ভাবন উদ্যোগ 'স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন ২০২৫', যা শিক্ষামন্ত্রক এবং অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর সারা দেশে আয়োজিত হবে। পুডুচেরী গ্র্যান্ড ফিনালের সফটওয়্যার সংস্করণটি আয়োজন করবে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, আরিয়ূর। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষামন্ত্রক এবং এআইসিটিই দ্বারা নোডাল সেন্টার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।
দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দলগুলো পুডুচেরীতে এসে ৪টি মূল সমস্যার উপর কাজ করবে, যার মধ্যে রয়েছে ব্লকচেইনভিত্তিক ব্লু কার্বন রেজিস্ট্রি, এসএআইএল-এর জন্য এআই এবং মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক রেক ফরমেশন অপটিমাইজার, এআই-চালিত ভেসেল স্কেজুলিং এবং লজিস্টিক্স অপটিমাইজার, এবং লোহা খনির জন্য এআই-ভিত্তিক এনার্জি এফিসিয়েন্সি সিস্টেম। শিক্ষার্থীরা ৩৬ ঘণ্টা ধরে কার্যকরী প্রোটোটাইপ তৈরি করার জন্য কাজ করবে, যা বাস্তব বিশ্বের চ্যালেঞ্জের সমাধান করবে। বিজয়ী দলগুলো এক লাখ রুপি বা তারও বেশি পুরস্কৃত হবে, যার পরিমাণ সমস্যার জটিলতার উপর নির্ভর করবে, এবং তারা আরও আর্থিক, একাডেমিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পাবে তাদের সমাধান বাস্তবায়নের জন্য। এক সাক্ষাৎকারে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি-এর অধ্যক্ষ এস. প্রদীপ দেবনায়ান জানান, 'ভারত জুড়ে থেকে উদ্ভাবনী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে অংশগ্রহণ করবে। প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, মেন্টরিং সহায়তা এবং অংশগ্রহণকারীদের, বিচারকদের ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করেছে।' হ্যাকাথনের লক্ষ্য উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা প্রচার করা, একাডেমিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করা এবং জাতীয় মিশন যেমন ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও আত্মনির্ভর ভারতকে সমর্থন করা।

কাশ্মীর উপত্যকায় তীব্র শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত শীতের প্রকোপে জনজীবন বিপর্যস্ত

শ্রীনগর, ৪ ডিসেম্বর : কাশ্মীর উপত্যকায় তীব্র শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে, যেখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় ঘন কুয়াশা এবং পরিষ্কার আকাশ শীতের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে রাস্তার উপর হাঁটা এবং গাড়ি চালানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ---৪°C, পহেলগামে ---৪.৮°C এবং গুলমার্গে —১°C।
জম্মু অঞ্চলের তাপমাত্রাও তুলনামূলকভাবে শীতল ছিল, যেখানে জম্মু শহরের তাপমাত্রা ছিল ৮°C, কাটরা ৮.৪°C, বাটোতে ৪.৭°C, বানিহাল ২.১°C এবং ভাদেরওয়াহ ০.৪°C। মেট অফিস জানিয়েছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাতের সম্ভাবনা কম, তবে একটি দুর্বল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উচ্চভূমিতে হালকা তুষারপাত নিয়ে আসতে পারে। তারা আরও জানিয়েছে যে, আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রা আরও কমবে।
শ্রীনগরের সান্ধ্য আকাশে সূর্যও শীতের তীব্রতা থেকে কোনও ত্রাণ দিতে পারছিল না। বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায় শীতের তীব্রতার কারণে শ্রীনগরের রাস্তায় অধিকাংশ মানুষ পরনে পরেছেন ঐতিহ্যবাহী 'ফেরান', যা শীতে ব্যবহৃত একটি লম্বা উলের পোশাক। গ্রামাঞ্চলে অনেকেই এখনও 'কাংরি' ব্যবহার করে, যা একটি মাটির হাড়ি যা ঝুড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফেরানের নিচে রাখা হয়। কাংরির মধ্যে ব্যবহৃত কয়লা সাধারণত শুকনো চীনার পাতা থেকে তৈরি হয়।
এখনকার দিনে, ধনী পরিবারগুলি বৈদ্যুতিক বা জ্বালানীভিত্তিক তাপীকরণের ব্যবস্থা ব্যবহার করলেও, বেশিরভাগ কাশ্মীরি এখনও ফেরান এবং কাংরিকে শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।
কাশ্মীরের শীতের সবচেয়ে কঠিন সময়, যা 'চিল্লাই কালান' নামে পরিচিত, ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই ৪০ দিনের মধ্যে রাতের তাপমাত্রা সাধারণত ---৫°C থেকে —৭°C এর মধ্যে থাকে, এবং দিনের বেলা তাপমাত্রা সচরাচর দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। এই সময়টাতে জলাশয়গুলি প্রায়শই জমে যায় এবং বাসিন্দারা প্রতিদিন সকালে বরফ জমে থাকা পানির ট্যাপ গলানোর জন্য সংগ্রাম করে।

ঢাকায় বৃহস্পতিবার ভোরে হালকা ভূমিকম্প ত্রাণের কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর : আজ সকাল ৬:১৫ টায় বাংলাদেশে ঢাকায় ও পার্শবর্তী অঞ্চলে হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়।ভারতের জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪.১ রিখটার স্কেলে এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা শহরের কাছাকাছি নরসিংদী এলাকায়।
ভূমিকম্পের পর আপাতত কোনো প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পটির গভীরতা কম হওয়ার কারণে পার্শবর্তী জেলাগুলিতে হালকা কম্পন অনুভূত হয়, কিছু সময়ের জন্য বাড়িঘর কাঁপে এবং ঢাকার বিভিন্ন অংশের বাসিন্দারা জেগে ওঠেন।
বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করেছেন যে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এটি তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের ফাটল রেখার উপর অবস্থিত।
এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিসমোলজিস্টরা সম্প্রতি দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করা, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে এই অঞ্চলে দ্রুত গতিতে উন্নতি হয়েছে, বিশেষ করে সংযোগ ও যোগাযোগ খাতে। মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক বিমানবন্দরগুলির সম্প্রসারণ, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, রেলওয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য এই অঞ্চলের অগ্রগতির প্রধান চালক হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, 'এই অঞ্চলের শান্তি ও সুশৃঙ্খল পরিবেশই উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে এবং সেখানকার উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে।' এছাড়া, মন্ত্রী এই অঞ্চলের অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন।

ভারত-কানাডা বাণিজ্যিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পীযূষ গোয়েল ও মনিন্দর সিধুর আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আজ কানাডার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রী মনিন্দর সিধুর সাথে দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে পীযূষ গোয়েল জানান, 'মনিন্দর সিধুর সাথে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারত-কানাডা বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা যাবে।' তিনি আরও জানান, আগামী বছর কানাডায় একটি উচ্চ-স্তরের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিনিধিদল পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
কানাডার মন্ত্রী মনিন্দর সিধু ভারত-কানাডা অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের শক্তি ও ধারাবাহিকতা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উভয় দেশের মধ্যে গভীর সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা স্থিতিশীল আলোচনা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অগ্রসর চিন্তাধারার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 09/12/2025.

TENDER

SL NO	NAME OF 2THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repairing and Renovation of damaged infrastructure of School buildings on an immediate basis at 5 nos Secondary-level Schools- under Bishalgarh, Charilam and Jampuijala RD Blocks of Sepahijala District for the year 2025-26.PNIeT No: 146/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 80/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs.10,00,000.00	Rs.20,000.00	30 Days	10/12/2025 Up to 15.00 Hrs	11/12/2025 Hrs on 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repairing and Renovation of damaged infrastructure of School buildings on an immediate basis at 5 nos Elementary-level Schools- under Bishalgarh and Jampuijala RD Blocks of Sepahijala District for the year 2025-26.PNIeT No: 147/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 81/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs.10,00,000.0	Rs.20,000.00	30 Days	10/12/2025 Up to 15.00 Hrs	11/12/2025 Hrs o	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Repair restoration of immediate nature of damaged infrastructure of 06 six nos school building under Dukli, Hezamara and Bamutia block of West Tripura for 2025-26. PNIeT No: 148/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 82/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. 1151100.00	Rs.23022.00	30 Days	10/12/2025 Up to 15.00 Hrs	11/12/2025 Hrs on 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	Repair restoration of immediate nature of damaged infrastructure of 06 six nos school building under Rajnagar, BC nagar and Jolaibari block of South Tripura for 2025-26. PNIeT No: 149/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIeT No: 83/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26	Rs. 1200000/-	Rs. 24,000.00	30 Days	10/12/2025 Up to 15.00 Hrs	11/12/2025 Hrs on 11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26 -2232-34

Dated, Agartala the 03/12/2025.

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Comp

ICA/C-3285/25

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক চিতাবাঘ দিবসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে ভারত সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করলেন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক চিতাবাঘ দিবস উপলক্ষে পরিবেশপ্রেমী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-মাধ্যমে একটি পোস্টে বলেন, 'আন্তর্জাতিক চিতাবাঘ দিবসে, বিশ্বের সকল পরিবেশপ্রেমী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। গত তিন বছর আগে, আমাদের সরকার "প্রজেক্ট চিতাবাঘ" চালু করে এই বিস্ময়কর প্রাণীটিকে রক্ষা এবং তার বাসস্থলকে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে। এটি আমাদের হারানো পরিবেশগত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টা ছিল।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরো বলেন, 'ভারত এখন বেশ কয়েকটি চিতাবাঘের বাসস্থল। এর মধ্যে অনেক চিতাবাঘ ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে। বর্তমানে কুনো জাতীয় উদ্যান এবং গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে চিতাবাঘগুলো সুখে শান্তিতে বাস করছে। চিতাবাঘ পর্যটনও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আনন্দজনক। আমি বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে পরিবেশপ্রেমীদের ভারত সফরের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যেন তারা চিতাবাঘকে তার পূর্ণ মহিমায় দেখতে পারে।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী চিতাবাঘ সংরক্ষণের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে মানুষের সহযোগিতা এবং বিশেষ করে চিতাবাঘ মিত্রদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে। আমাদের সভ্যতার মুলনীতি হলো প্রকৃতির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং এটি আমাদের সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।'
২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ভারতে মোট ৩২টি চিতাবাঘ রয়েছে, যার মধ্যে ২১টি দেশীয়ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে। নভেম্বর মাসে, মুকি নামক একটি ভারতীয় জন্ম নেওয়া চিতাবাঘ পাঁচটি সুস্থ শাবক জন্ম দিয়েছে, যা একটি বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ভারত ২০২২ এবং ২০২৩ সালে নামিবিয়া থেকে আটটি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বারোটি চিতাবাঘ পুনঃপ্রবর্তন করেছে। প্রকল্পটির শুরুতে সন্দেহ থাকলেও, সাফল্যজনক প্রজনন এবং চিতাবাঘের জনসংখ্যার স্থিতিশীল বৃদ্ধির মাধ্যমে তা খণ্ডিত হয়েছে।

মানব পাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় তদন্ত সংস্থা-র বড় পদক্ষেপ, ২৭টি মামলা রুজু এবং ১৬৯ জন গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর রাজ্যসভায় আজ জানান যে, জাতীয় তদন্ত সংস্থা ২৭টি মানব পাচারের মামলা রুজু করেছে এবং এই মামলাগুলিতে ১৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৩২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ছাড়াও, আগস্ট মাসে হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব থেকে দুইজন প্রধান পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অক্টোবর মাসে হিমাচল প্রদেশ থেকেও দুইজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান যে, পাঞ্জাবে সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটেছে এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল এবং ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছে। পাঞ্জাব সরকারের দেওয়া তথ্যে, ২৫টি এফআইআর রুজু করা হয়েছে ৫৮ জন অবৈধ ভ্রমণ এজেন্টের বিরুদ্ধে এবং ১৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ড. জয়শঙ্কর বলেন, হরিয়ানায় ২,৩২৫টি মানব পাচারের মামলা রুজু করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৪টি এফআইআর এবং ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া, গুজরাট সরকারও এক গুরুত্বপূর্ণ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

রাজস্ব মামলা নং **01/REV/REST/2025, TLR & LR Act, 1960** এর ধারা ১৮৭ অনুযায়ী, প্রথম পক্ষ **Smt. Aparna Debbarma, W/o- Sri Rahim Debbarma, East Daluchara** বনাম দ্বিতীয় পক্ষ **Promod Debnath, S/o Manik Debnath, East Daluchara,** তহশিল- **Salema**, মৌজা - **Purba Daluchara, Khatian** নং ২৭৪-এর ১৬নং কলামের মন্তব্য (**remarks**) অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে এই মর্মে অবহিত করা হচ্ছে যে যদি **Promod Debnath**-এর কোনো বৈধ উত্তরাধিকারী অথবা পরিবারের কোনো সদস্য বিদ্যমান থাকে, তবে তিনি/তাহারা এই দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমলপুর মহকুমা প্রশাসনের কার্যালয়ের "**Revenue Section**"-এ যোগাযোগ করার জন্য আবেদন করা হচ্ছে।
নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উপস্থিত না হলে বা যোগাযোগ না করলে, প্রচলিত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিষয়টি একতরফাভাবে (**ex parte**) নিষ্পত্তি করা হবে।

Sd/- Illegible
Sib-Divisional Magistrate
Kamalpur, Dhalai Tripura

ICA/D/1462/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/16/2025-26 **Dated :- 02/12/2025**

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDER
1	EE-IED/UDP/46/2025-26	₹ 5,67,118.00	₹ 11,342.00	45 Days	Up to 15.00 Hrs. on 15/12/2025	At 15.30 Hrs. on 15/12/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/47/2025-26	₹ 5,21,183.00	₹ 10,424.00	45 Days			
3	EE-IED/UDP/48/2025-26	₹ 2,92,697.00	₹ 5,854.00	30 Days			
4	EE-IED/UDP/49/2025-26	₹ 2,54,243.00	₹ 5,085.00	30 Days			
	EE-IED/UDP/50/2025-26	₹ 2,51,847.00	₹ 5,037.00	30 Days			

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Internal Electrification Division
Udaipur, Gomati, Tripura
Landline:03821-222285
Mobile:9436169660

ICA/C-3282/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:31/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 01/12/2025

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to **3.00 P.M. on 15/12/2025** for the following work:

Sl No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	CE(Buildings)/PWD/ ACE/Projeet Unit/ DNIT/57/2025-26	₹. 7,61,48,021.00	₹. 15,22,960.00	450 days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

Sd/- (Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C/3264/25

TENDER NOTICE (2ND CALL)

On behalf of Governor of Tripura the undersigned is hereby invites Quotation/Tender for sale of under noted un-serviceable Tyres as it is where basis in the M.T. Section, Dhalai District.

Sl No.	Items	Total Quantity	Place where Quotation/Tender will be Accepted
1	Tyres(U/S)	732 Nos.	SP Office, Jawaharnagar, Dhalai Tripura

Quotation/Tender will be accepted on 22/12/2025 at 1100 hrs. to 1600 hrs. in the S.P Dhalai Office Jawharnagar, Quotation/Tender will be opened on the same day at 1630 hrs. The intending buyers may please furnish bids in sealed covers to be sent by registered /speed post or by hand to the undersigned. Sealed tenders are to be accompanied by 20% of total tendered value as earnest money in the shape of deposit at D/call only in favour of the Superintendent of Police, Dhalai District, Jawharnagar, Ambassa on any nationalized bank having branch at Ambassa.
The intending bidders may inspect the Un-Serviceable tyres at the place where as is basis in the MT. Section from 1000 hrs. to 1700 hrs. in any working day. No Quotation/Tender shall be accepted without D/ Call money..
The successful bidders shall have to deposited the entire amount with GST (as per rules) before delivery the Un-Serviceable tyres within 07(seven) days from the date of order and failing which D/Call money will be forfeited.
The undersigned reserves the right to reject any Tender/quotation either in whole or part including the highest rate without assigning any reason.
The D/Call money of unsuccessful bidders will be refunded within 03(three) Days.

Superintendent of Police
Dhalai District, Tripura

ICA/C-3277/25

ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে বিশ্ব দিব্যাঙ্গজন দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: আজ ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব দিব্যাঙ্গজন দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ডিডিআরসি প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। কৈলাশহরের উত্তর ত্রিপুরা মুখ ও বধির বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এক রেলি করে ডিডিআরসি প্রাঙ্গণে আসে। এরপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা করা হয়। বেশ কয়েকটি স্টল খোলা হয় যাহাতে দিব্যাঙ্গজন ও তাহাদের অভিভাবকদের সাহায্য করা যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, .ডিডিআরসি এর পক্ষে ডক্টর নির্মল দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের ও.এস.ডি শ্রী বেণীমাধব চক্রবর্তী, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষে শ্রী অমিত কুমার যাদব, সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষে বিদ্যাসাগর দেববর্মা সহ আরো অনেকেই।
প্রথমেই অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়, এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।দিব্যাঙ্গ জনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রাইজ , চলন সামগ্রী ও শ্রবণ যন্ত্র প্রদান করা হয়। কৈলাশহরের নয়ন কুর্মী ও রেশমি উরাং নামে দুজন জাতীয় স্তরের খেলোয়ার কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ইয়েমেন থেকে মুক্তি পেলেন ভারতীয় নাবিক অনিলকুমার রাভেন্দ্রন, নিরাপদে মাসকটে পৌঁছালেন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ইয়েমেন থেকে মুক্তি পেলেন ভারতীয় নাবিক অনিলকুমার রাভেন্দ্রন, নিরাপদে মাসকটে পৌঁছালেন। ৭ জুলাই ২০২৫ থেকে তিনি ইয়েমেনে আটক ছিলেন। মুক্তির পর তিনি মাসকট পৌঁছেছেন এবং শীঘ্রই ভারত ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সরকার তার মুক্তি এবং নিরাপদ ফেরত নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভারত সরকার ওমানের সুলতানাতের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়, যারা রাভেন্দ্রনের মুক্তির জন্য সহায়তা করেছে।'
রাভেন্দ্রন, যারা পাথিয়ুরের একজন প্রাক্তন সেনাকর্মী, তিনি লিবেরিয়া-ফ্ল্যাগড এমভি ইটারনিটি সি-র ক্রু সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, যারা জুলাই মাসে রেড সি-তে হুথি রকেট হামলার পর নিখোঁজ হয়ে যান। এই হামলার পর, রাভেন্দ্রন এবং অন্যান্য ক্রু সদস্যরা ইয়েমেনে আটক হন।
তিনি তার পরিবারকে যোগাযোগ করে জানান যে তিনি নিরাপদ আছেন, যা তার পরিবারের সদস্যদের জন্য আশ্বস্তি ও শান্তির খবর ছিল। রাভেন্দ্রনের মুক্তির এই সাফল্য তার এবং তার পরিবারের জন্য প্রায় পাঁচ মাসের একটি কষ্টকর যাত্রার শেষ এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক সহযোগী এবং কূটনৈতিক চ্যানেলগুলো একযোগে কাজ করে তার মুক্তি নিশ্চিত করেছে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার নাবালিকা, তৎপর খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: খোয়াই মহিলা থানার তৎপরতা ও দ্রুত পদক্ষেপে নিখোঁজ এক নাবালিকা মেয়েকে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। খোয়াই মহিলা থানার জিডিই নম্বর ১৪ (তারিখ ০৩/১২/২০২৫) এবং জিডিই নম্বর ১০ (তারিখ ০৪/১২/২০২৫)—এর ভিত্তিতে পুলিশ জানায়, ৩ ডিসেম্বর নাবালিকা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোয়াই মহিলা থানার একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। তারা নিবিড় অনুসন্ধান চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নাবালিকাটিকে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
পরে সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে তার পরিবারের নিকট সুরক্ষিতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়। পুলিশের এ তৎপরতা এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

উদয়পুর জেলা কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ব্যয় ৯.৪৬ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ ডিসেম্বর: উদয়পুর জেলা কারাগারের জন্য রাধা কিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হলো। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কারাগার কর্তৃপক্ষের হাতে অ্যাম্বুলেন্সটি তুলে দেন অর্থমন্ত্রী। এই অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ে মোট ব্যয় হয়েছে ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৩৫৮ টাকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, জেলা শাসক রিনু লাথের, এসডিএম ত্রিদিব সরকারসহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, "সরকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে। বন্দীরা অপরাধ করলেও তারা মানুষতাদের স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব রয়েছে। এই অ্যাম্বুলেন্স পাওয়ায় জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা আরও দ্রুত এবং সহজ হবে।"

কারাগার প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, নতুন অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত হওয়ায় বন্দীদের জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী ও কার্যকর হবে।

রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শুরু সপ্তাহব্যাপী এনএসএস শিবির, উদ্বোধন করলেন মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর:বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে রামনগর হাই সেকেন্ডারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এনএসএস শিবিরের গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, "এনএসএস-এর মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে বিকশিত করা। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করাই এনএসএস-এর লক্ষ্য।" তিনি আরও বলেন, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনে এনএসএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সপ্তাহব্যাপী এই শিবিরে সামাজিক নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মেয়র।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৬ ডিসেম্বর ৬৩ তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: প্রতিবছর ৬ই ডিসেম্বর সারাদেশে সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আমাদের রাজ্যেও এই দিনটি ৬৩ তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। প্রতিবছর সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্য ও সদস্যারা দেশ ও রাজ্যের সংকট ও বিপর্যয়ে, বহিশত্রুর আক্রমনে, সন্ত্রাসবাদী হামলায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সাধারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় দেশসেবা ও আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে এবং সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

ত্রিপুরা রাজ্য একটি দুর্যোগ প্রবন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রবন এবং ঘূর্ণিঝড় প্রবন অঞ্চল হিসাবেও চিহ্নিত। এছাড়া দৈনন্দিন অন্যান্য আকস্মিক ঘটনা তো রয়েছেই। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে এবং ১৯৫০ সালে আগস্ট মাসে এ অঞ্চলে সর্বশেষ বড়ধরনের ভূমিকম্প (৮.৭ মাত্রা) অনুভূত হয়েছিল যারফলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ২০১৭ সালে রাজ্যের ধলাই জেলায় যে ভূমিকম্প (৫.৭ মাত্রা) হয়েছিল তাতে অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণের সঠিক প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।

দুর্যোগ সম্পর্কে এলাকার জনসাধারনকে অগ্রিম সতর্ক করা, সম্ভাব্য দুর্যোগ স্থল থেকে এলাকার লোকদের নিরাপদ শিবিরে সরিয়ে নেওয়া, দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদেরকে উদ্ধার করা, আহতদের দুর্ঘটনাস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে জীবন রক্ষা করে সুচিকিৎসার জন্য জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে পাঠানো, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটলে আগুন নেভাতে সাহায্য করা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন দুর্যোগ প্রশমনের কাজে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী সরকার তথা প্রশাসনকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত সহায়তা করে থাকে।

রাজ্যের সাধারণ জনগণকে বিপর্যয়কালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিষয়ে অবহিত করানোর জন্য, রাজ্য সরকারের নির্দেশে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর বিভিন্ন এলাকায় বছরব্যাপী আলোচনাচক্র, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, মহড়া ইত্যাদি কর্মসূচি করে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের পূর্বে, ভূমিকম্পের সময় ও পরে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করলে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারেও অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রতিবছর প্রশিক্ষনের কর্মসূচি আযোজন করে থাকে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর রাজ্যে বেশকিছু প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে যুবক যুবতী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সরকারি কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান অর্থবর্ষেও এ দপ্তর বিপর্যয় মোকাবিলার উপর অনক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও মহড়া কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে এবং করবে। প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো আপতকালীন পরিস্থিতিতে অসামরিক প্রতিরক্ষা সংগঠনের সদস্যরা, রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিয়ে উদ্ধার, ত্রাণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি সেবা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করার কাজে উল্লেখযোগ্য নজীর স্থাপন করেছে।

এছাড়াও প্রতি বছর দুর্গাপূজা ও খাচীপূজার সময় এ দপ্তরের সদস্যরা প্রযোজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা ছাড়াও পুলিশ প্রশাসনকে সাহায্য করার কাজে নিয়োজিত থাকে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং প্রয়োজন ভিত্তিক মহকুমা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বেচ্ছাস্বেবকরা বিরামহীনভাবে কর্মে নিয়োজিত আছে।

একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজকর্ম শুধু আগরতলা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকার ২৭/০৭/২০২১ তারিখে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে সম্প্রসারণ করে এবং প্রত্যেক জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকদেরকে কনট্রোলার হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করে কার্য পরিচালনা শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ এর অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকারের এই কাজকে সিভিল ডিফেন্সে ক্যাটাগরি- হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রতিটি জেলাকে সিভিল ডিফেন্স জেলা ঘোষণা করার পর প্রথমত প্রতি জেলা থেকে ১০০ জন করে মোট ৮০০ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলার নোডাল ট্রেনিং সেন্টার তথা ঙত্রদ্রঞ্চখনটস্থদ্রত্বজদ্রস্থঠন্ঠত্র, ওত্থদ্ধন্ডদ্রথস্থন, থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য জেলাস্তরেও প্রশিক্ষনের পরিকাঠামো তৈরি করে সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৩৫২৯ জনের বেশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক আছে, এর সঙ্গে রাজ্যে ২৩৮৯ জন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত আপদামিত্র স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে যারা অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে হাতে হাত ধরে দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবিলা ও পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত আছেন। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যার ১ শতাংশ যুবক যুবতীকে অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

অপারেশন সিঁদুর (ছুদ্রত্মদ্রদ্রণ) এর পর কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে একটি মৌ স্বাক্ষর হয়েছে এই মৌ অনুসারে রাজ্য সরকার এই অর্থবছরে ২৮৮০ জন সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকে প্রশিক্ষিত করবে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩.৬৫ কোটি টাকা ধার্য্য করেছে। প্রতি জেলায় এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। তাছাড়া সিভিল ডিফেন্সকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সারা রাজ্যে বিপর্যয়কালীন সতর্ক বার্তা প্রদানের জন্য অটোমেটিক সাইরেন (ঙ্কঠদ্রদ্বথ্ঠত্ব ছন্ত্রদ্র) বসানো হয়েছে এবং রাজ্য ও জেলা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গুলিতে হটলাইন (ছদ্রঠস্থদ্রত্র) যোগাযোগ পরিষেবা সেবা স্থাপন করা হয়েছে যা সরাসরি যোগাযোগ থাকবে শিলচরস্থিত ভারতীয় বায়ুসেনার সাথে। এয়ার রেইড (ঙ্ক ট্রস্থত্ম) সম্পর্কিত সতর্ক বার্তা প্রদানের জন্য এই যোগাযোগ মাধ্যম স্থাপন একমাত্র উদ্দেশ্যে।

প্রতিটি পঞ্চায়েত এবং পৌরনিগম ও পৌর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে সিভিল ডিফেন্স ওয়ার্ডেন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে এবং এখনও পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৭০ জন এবং সেপাহিজলা জেলায় ১৭৯ জন ওয়ার্ডেন প্রশিক্ষিত হয়েছে। এই বছর, এই দিনটি জেলা এবং রাজ্য উভয় স্তরেই পালিত হচ্ছে। এখন প্রশিক্ষিত সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকরা জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অন্যান্য কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তাছাড়া অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকরা যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সদা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকে। দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যে সব অত্যাধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে যেমন লাইফ ডিটেক্টর, হেম রেডিও, ড্রোন ক্যামেরা ইত্যাদির সঠিক ব্যবহারের পদ্ধতি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে ৬ই ডিসেম্বর ড্রপগেইটস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ মাঠে একটি অনুষ্ঠানের আযোজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মাণিক সাহা। রাজস্ব দপ্তরের অধীনস্থ অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকার এবং পুলিশ দপ্তরের অধীনস্থ গৃহরক্ষী বাহিনী যৌথ ভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এই অনুষ্ঠানে টি এস আর, অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক এবং আপদামিত্র স্বেচ্ছাসেবকরা প্যারেড প্রদর্শন করবে। তাছাড়া প্রতি জেলা থেকে একজন করে সিভিল ডিফেন্স এবং আপদামিত্র শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবককে পুরুস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং এন ডি আর এফ থেকে তিনজন করে শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষককেও পুরুস্কৃত করা হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা কাজে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরুষ্কার প্রদান করা হচ্ছে।

ত্রিপুরার চা স্বাদে ও গন্ধে কোনও অংশেই কম নয়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমকে আর্থিকভাবে লাভজনক অবস্থায় পরিণত করতে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নিগমকে পরামর্শ দিয়েছেন। আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নিগমের কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে বলেন, ত্রিপুরার চা স্বাদে ও গন্ধে কোনও অংশেই কম নয়। তাই চা-এর প্রাকৃতিক গুণাবলীকে বজায় রেখে আরও বেশি গুণমান সম্পন্ন করে তোলা এবং এর ব্যাপক প্রচার প্রসারের মাধ্যমে বিপণনের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। দেশের যেসব রাজ্যে চা-এর উৎপাদন নেই সেই সব জায়গায় ত্রিপুরার চা-কে বাজারজাত করলে আরও বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভোকাল ফর লোকাল আহ্বানকে আরও বেশি প্রসারিত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের চা শিল্পজাত দ্রব্যকে রাজ্যে কাজে লাগাতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত কুমার দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন কাজকর্মের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। প্রদত্ত তথ্যে জানানো হয়েছে ২০২৪ সালে রাজ্যে চা উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৯০ লক্ষ কেজি। রাজ্যে চা উন্নয়ন নিগমের অধীনে ৫টি, সমবায় পরিচালিত ১৩টি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ৩৬টি চা বাগান রয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষির সংখ্যা ২ হাজার ৮০০ জন। মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে চা বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে চা নিলাম কেন্দ্র চালু করার প্রক্রিয়াও চলছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব সভায় জানিয়েছেন। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১০৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০৪ টাকা করা হয়েছে। ব্রহ্মকুন্ড চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের আপগ্রেডেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাছমারা এস্টেটে ক্ষুদ্র চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

হারানো ১৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধারে সাফল্য, মালিকদের হাতে ফেরত দিল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ডিসেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশের তৎপরতায় সাফল্যের সঙ্গে উদ্ধার হলো হারানো ১৩টি মোবাইল ফোন। সি-আই-আর (ঋজ্জট্র) পোর্টালের সহায়তায় প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের এই মোবাইলগুলি শনাক্ত করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল জেলা পুলিশ।

বুধবার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে ছোট্ট এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্ধৃত মোবাইলগুলি মালিকদের হাতে তুলে দেন দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি., আইপিএস। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারাও।

অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার দেখান, কীভাবে জেলা পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নাগরিকদের হারানো মোবাইল ফেরত দিতে কাজ করছে। তিনি জানান, আগামী দিনেও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ একইভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে মানুষের পাশে থাকবে।
পুলিশ সুপার আরও বলেন,
"মোবাইল হারানো হোক বা অন্য কোনও ঘটনানাগরিকেরা অবশ্যই থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করবেন। আরক্ষা বিভাগ সর্বদা আপনাদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে।"

দুই কিডনি বিকল সুস্মিতা সেনের পাশে মানবিক উদ্যোগ, সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ ডিসেম্বর:দুইটি কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের দেবনাথপাড়ার বাসিন্দা সুস্মিতা সেন। অসহায় এই গৃহবধূর চিকিৎসার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর চা-শ্রমিক স্বামী অঞ্জন সেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছেন বহু মানুষের সহানুভূতিশীল হাত।

বৃহস্পতিবার সুস্মিতার পাশে দাঁড়ালেন টিআরএলএম-এর নারায়ণপুর ও সরমা এলাকার নেতাজি ভিও-র সদস্যারা। তাঁরা সুস্মিতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন, ফলমূল তুলে দেন এবং সুস্থতার জন্য শুভকামনা জানান। পাশাপাশি সুচিকিৎসার জন্য তাঁরা ৯,৬০০ টাকা অর্থ সহায়তা সুস্মিতার হাতে তুলে দেন।

চা-শ্রমিক অঞ্জন সেন জানান, চিকিৎসকদের মতে সুস্মিতার একটি কিডনি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে এবং অন্যটিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা একটি ক্ষঞ্চজ্র পরিবারের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। এ অবস্থায় সমাজের মানুষের সহায়তা ছাড়া সুস্মিতার চিকিৎসা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতাজি ভিও-র সদস্যারা বলেন, "একজন মানুষের বাঁচার প্রয়োজনে আমরা যতটুকু পারি করছি। সবাই যদি একটু করে সাহায্য করেন, তবে সুস্মিতাকে নতুন জীবন দেওয়া যায়।"

এদিকে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলের বক্তব্যসুস্মিতার মতো অসহায় মানুষদের পাশে সমাজের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসা মানবিকতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। সুস্মিতা ও তাঁর পরিবারও সকলের সাহায্যে নতুন করে বাঁচার আশা দেখতে শুরু করেছে।

এনসিসি ক্যাডটদের

● প্রথম পাতার পর

আমরা সতর্কতা এবং স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে বুঝতে পারি। ত্রিপুরায় আমাদের এনসিসি ক্যাডেটরা সবসময় শুধু প্যারেডে নয়, সমাজের সেবাতেও এগিয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এনসিসির উত্তর পূর্বাঞ্চলের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার কে জে সিং, এনসিসির গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ রাজ সিং সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাবৃত্তি

● প্রথম পাতার পর

বহন করে বাকি ১০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করছে। এই ক্ষেত্রে এখনো সম্পূর্ণ খরচ কেন্দ্র সরকারের বহন করার বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করে হয়নি।

এছাড়াও ২০১৯-২০ অর্থ বছরের পর গত পাঁচ বছরে এই স্কলারশিপের অর্থরাশি পুনঃবিবেচনা করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এখনো স্কলারশিপের ক্ষেত্রে কোনো বকেয়া নেই। তবে নতুন অর্থরাশি পুনঃ বিবেচনা করার বিষয়ে ভারত সরকার এখনো কোনো চিন্তাধারা করেনি।

উত্তর প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত শেখর দাসের ছেলে সপ্তর্ষি দাসও রয়েছেন। সপ্তর্ষি এমবিবিএস কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে ইন্টার্নশিপ করছিলেন। বিদ্যালয় জীবনে তিনি রবি শংকর বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে সপ্তর্ষির মরদেহ আনার জন্য পরিবারের সদস্যরা দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন। ঘটনাটি ঘিরে রামনগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহিলার কাছ থেকে ৭

● প্রথম পাতার পর

চালানো হয়। অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করায় ওই মহিলাকে আটক করে তল্লাশি করা হলে তাঁর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে আইন অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। মাদক পাচারের সাথে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতে আইনানুগ সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন থানার ওসি।

নাবালিকা অপহরণ ও

● প্রথম পাতার পর

পরের দিন, ২৬ অক্টোবর নাবালিকার পিতা ইরানি থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করেন কিংকর পাল। তিনি দ্রুত নাবালিকাকে উদ্ধার করে আসামীকে গ্রেফতার করেন। ৩০ নভেম্বর, তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট স্পেশাল কোর্টে জমা দেন, এবং মামলাটি স্পেশাল পকসো ৯/২৩ হিসাবে রেজিস্ট্রি হয়। মামলার শুনানিতে সর্বমোট ১৩ জন সাক্ষী সরকারি পক্ষে দাখিল করেন। পাবলিক প্রসিকিউটর সুনির্মল দেব জানান, আসামীকে আইপিসি সেকশন ৩৬৩ অনুযায়ী পাঁচ বছরের জেল এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, এবং ৩৭৬ ও পকসো অনুযায়ী ২০ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত দুই মাসের কারাদণ্ড কার্যকর হবে। এ রায়ে ন্যায়বিচার পাওয়ায় নাবালিকা ও তার পরিবার সন্তুষ্ট, এবং এলাকাবাসীও দীর্ঘ দিনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির খুশি প্রকাশ করেছেন।

ইন্ডিগোর ২০০ টির

● প্রথম পাতার পর

ইন্ডিগোর বিমানবন্দর পার্কিং বেসগুলো অন্যান্য অপারেটরদের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। বৃহস্পতিবার ডিজিসিএ জানায়, তারা ইন্ডিগো কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবে এবং তাদেরকে বাতিল ও বিলম্বিত ফ্লাইট কমানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ইন্ডিগোর সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হলো ক্রু সংকট, বিশেষ করে পাইলটদের ঘাটতি, যা নভেম্বরে নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নীতি চালু হওয়ার পর আরও তীব্র হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পাইলটদের বিশ্রামের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে ক্রু রোস্টারিং এবং শিডিউল ম্যানেজমেন্টে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ইন্ডিগো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা 'গুরুতরভাবে বিঘ্নিত' অপারেশনগুলোর জন্য যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে এবং বলেছেন যে, একাধিক অপ্রত্যাশিত অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, শীতকালীন সূচি পরিবর্তন, আবহাওয়া সমস্যা এবং ক্রু রোস্টারিং নিয়মের পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে তাদের অপারেশনগুলোতে প্রভাব পড়েছে। ডিজিসিএ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, তারা ইন্ডিগোর ফ্লাইট বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করছে এবং এর ফলস্বরূপ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংস্থাটিকে নির্দেশ প্রদান করেছে। ডিজিসিএ বলেছে, তাদের পক্ষ থেকে ইন্ডিগোকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে বলা হয়েছে যাতে বাতিল এবং বিলম্বিত ফ্লাইটের সংখ্যা কমানো যায়।

ইন্ডিগোর সমস্যার পেছনে অন্যতম কারণ হলো এফডিটিএল নীতি। এই নতুন নীতির আওতায় পাইলটদের জন্য বিশ্রাম সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে, রাতের ফ্লাইটের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, এবং এতে ফ্লাইটের সিডিউল ম্যানেজমেন্টে আরো সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

পাইলটদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া পাইলটস (এফআইপি) ইন্ডিগোর নিয়োগ ফ্রিজ এবং কম জনবল কৌশলের সমালোচনা করেছে। তারা জানিয়েছে, এই পদ্ধতির ফলে সরাসরি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ডিজিসিএ ইন্ডিগোকে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে এবং অপারেশনাল স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করার জন্য ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে ইন্ডিগো বর্তমানে তার অপারেশনাল সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে চেষ্টারত এবং যাত্রীদের জন্য সঠিক পরিষেবা দিতে চাপের মধ্যে রয়েছে। ডিজিসিএ তাদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং ইন্ডিগোকে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে বলেছে।

হংকংয়ে অগ্নিকান্ডে ১৫৯

● প্রথম পাতার পর

ফুক কোর্টের প্রধান ঠিকাদার প্রেস্টিজ কন্সট্রাকশনের দুই পরিচালক এবং একজন প্রকৌশল পরামর্শক। অন্যদিকে, অগ্নিসংকল্প ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ৬ কর্মীকে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হংকংয়ের কর্তৃপক্ষ জানায় যে, নিম্নমানের প্লাস্টিক মেশ এবং ইনস্যুলেশন ফোম ব্যবহার করার কারণে আগুনের তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল, আর অগ্নি সুরক্ষা সরঞ্জামও ঠিকভাবে কাজ করছিল না। এই সময়েই, ওয়াং ফুক কোর্টের বাসিন্দাদের আগেই জানানো হয়েছিল যে, তাদের আবাসিক এলাকায় 'অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম' ছিল। হংকং সরকারের উন্নয়ন সচিব বার্নাডেট লিন জানিয়েছেন, ২০০টির বেশি বেসরকারি এবং ১০টিরও বেশি সরকারি আবাসন ভবন থেকে নেটিং অপসারণ করতে হবে, আর এর জন্য নির্মাণকর্তারা খরচ বহন করবেন। আগামী সপ্তাহে, হংকংয়ের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট একটি নতুন কোড অফ প্র্যাকটিস প্রকাশ করবে, যার আওতায় স্ক্যাফোল্ডিং নেটের উপকরণগুলি সাইটে পরীক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র পরীক্ষিত নেটিংই ইনস্টল করার অনুমতি দেওয়া হবে। ওয়াং ফুক কোর্টে ৪,৬০০ বাসিন্দা থাকলেও, এ পর্যন্ত ১৫৯টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪০টি দেহ শনাক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৯১ জন মহিলা এবং ৪৯ জন পুরুষ রয়েছেন, যাদের বয়স ১ থেকে ৯৭ বছরের মধ্যে। এছাড়া, ৩১ জন বিদেশী গৃহকর্মী, যারা ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন থেকে এসেছিলেন, এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। এছাড়া, ২,৯০০ এর বেশি বাসিন্দাকে সাময়িক আবাসনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১,১৫২ জন হোস্টেল, ক্যাম্প বা হোটেলে অবস্থান করছেন, আর ১,৭৬৫ জন স্থানান্তরিত আবাসনে সরানো হয়েছেন।

রাজ্যে কৃষকদের

● প্রথম পাতার পর

বীজের সহজলভ্যতা, গবেষণাকে উৎসাহিত করা এসবই আইনের লক্ষ্য। তিনি উল্লেখ করেন আগে কোনো কৃষককে মঞ্চে স্থান দিতে কেউ আগ্রহ দেখাত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষকের সম্মান বেড়েছে।

মন্ত্রী বলেন অনেক কৃষক, বিজ্ঞানীদের থেকেও বেশি জানেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলেছেন বিজ্ঞানীদের ল্যাব থেকে জমিতে যেতে হবে এবং প্রথমে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কৃষকরাই অন্নদাতা, কৃষকরাই প্রকৃত ঈশ্বর। কৃষি মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে কৃষকদের উন্নয়নে সবধরনের সহায়তা দিতে হবে।

মন্ত্রী জানান দেশের জনসংখ্যা ১৪৫ কোটি, যার মধ্যে ২০ কোটি কৃষক। ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৪২.২২ লাখ, আর কৃষক ৪.৭২ লাখ এবং এরা-ই আমাদের খাদ্য যোগান দেন। তাই কৃষকরাই ঈশ্বর। কৃষক, মহিলা, যুবক ও গরিব এই চার শ্রেণির উন্নয়নেই গড়ে উঠবে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'। রাজ্যে এখন কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ওপর অধিকার পাচ্ছেন। কৃষিই ত্রিপুরার অর্থনীতির প্রধান চাকা। আমাদের সরকার আসার পর রাজ্যের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই দিনে মন্ত্রী চারজন কৃষকের হাতে উদ্ভিদ প্রজাতি নিবন্ধন শংসাপত্র তুলে দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রতন দাস তার 'চালকুমড়া লোকাল' প্রজাতির জন্য, চিন্তা রানি দেববর্মা তার বেগুনের 'হুন্তোক' প্রজাতির জন্য, প্রমোদ লাল দাস উন্নত 'মোগাই সীন' প্রজাতির জন্য এবং দয়ামতি দেববর্মা তার 'দানা মাইসিঙ্গা' প্রজাতির জন্য।

আজ মন্ত্রী সালমা স্থিত কৃষক প্রবীর দাসের জমিতে ঊট্টঙ্খ আলু রোপণ করেন এবং কুলাইয়ে পশ্চিম লালঝড়ি গ্রামে ভুট্টা খেত ও পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপনা দাস পাল, বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, বিধায়ক সম্ভু লাল চাকমা প্রমুখ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 05-12-2025, 00:42

হারের জন্য সরাসরি বোলিং, ফিল্ডিংকে দায়ী করলেন রাহুল ঘুরিয়ে কোচ গম্ভীরকেও কি কাঠগড়ায় তুললেন অধিনায়ক?

রায়পুরে ৩৫৮ রান করেও হেরেছে ভারত। হারের দায় কি ঘুরিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের উপরেও চাপিয়েছেন লোকেশ রাহুল? নাম না করেও কি কোচের এক সিদ্ধান্তকে দায়ী করেছেন তিনি? রায়পুরে হারের দায় কার? কোনও একটি বিষয়ের কথা বলেননি লোকেশ রাহুল। ভারতীয় অধিনায়কের মুখে উঠে এসেছে একাধিক কারণ। তার মধ্যে একটি কি কোচের সিদ্ধান্তও? সরাসরি গৌতম গম্ভীরের নাম করেননি রাহুল। বা গম্ভীরকে দায়ী করেননি তিনি। কিন্তু তাঁর কথা থেকে মনে হয়েছে, ভারতের এই হারের জন্য কোচের একটি সিদ্ধান্তও দায়ী।

এই ম্যাচে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন রাহুল। গত ম্যাচে ওয়াশিংটন সুন্দরকে পাঁচে নামানো হয়েছিল। রাহুল নেমেছিলেন ছ’নম্বরে। কিন্তু ফর্ম ভাল থাকায় তাঁকে এই ম্যাচে আগে নামার নির্দেশ দেন কোচ। ম্যাচ শেষে রাহুল বলেন, “আমার জায়গা ছ’নম্বরে। এই ম্যাচেই পাঁচ নম্বরে নামলাম। বিরাট ও রুতুরাজ খুব ভাল খেলছিল। তাই গৌতি ভাই বলল, আমার নামা উচিত। আগের ম্যাচে রান করেছিলাম। তাই আমার আত্মবিশ্বাস ছিল। সেটাই কাজে লাগাতে পাঁচ নম্বরে নেমেছি। ৩২-৩৩ ওভারের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”

রাহুলের কথা থেকে স্পষ্ট, তিনি ফর্মে ছিলেন বলেই আগে নামানো হয়েছিল। ফর্মে তো ছিলেন রবীন্দ্র জাডেজাও। আগের ম্যাচে রাহুল ও জাডেজা মিলেই ভারতের রান ৩৪৯-এ নিয়ে গিয়েছিলেন। ওয়াশিংটন তো আগের ম্যাচেও রান পাননি। তা হলে কেন এই ম্যাচে ছ’নম্বরে নামলেন তিনি? ৮ বলে ১ রান করে আউট হলেন। বল নষ্ট করলেন। রান তোলার গতি কমিয়ে দিলেন। সেই জায়গায় জাডেজা নামলে হয়ে আরও ২০-২৫ রান বেশি হত ভারতের। কারণ, রাহুলের মতো জাডেজাও ফর্মে ছিলেন। তা হলে হয়তো রায়পুরেই সিরিজ জিতে যেত ভারত। তবে কি হারের জন্য গম্ভীরের এই সিদ্ধান্তকেও দায়ী করলেন রাহুল? তেমনটাই মনে হল।

সেই ২০-২৫ রানের কথাই তো বার বার বলেছেন রাহুল। সেটা নিয়েই সাজঘরে কথা হয়েছে তাঁদের। শিশির পড়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে সমস্যা হচ্ছে বোলারদের। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে বোলারদের আরও ২০-২৫ রান দেওয়া যায় সেই আলোচনা চলেছে তাঁদের। জাডেজাকে আগে নামালেই হয়তো সমাধান পাওয়া যেত। রাহুল কি সেটাই বোঝাতে চাইলেন?

শিশির পড়লেও বোলারদের আরও একটু ভাল বল করা উচিত ছিল বলে জানিয়েছেন রাহুল। পাশাপাশি হারের জন্য ফিল্ডিংকেও দায়ী করেছেন তিনি। রাহুল বলেন, “শিশির পড়ছিল। ফলে বোলারদের সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু তার পরেও আরও একটু ভাল বল করা যেত। বেশ কয়েকটা বাজে চার গলিয়েছি। বোলিং ও ফিল্ডিং আরও ভাল হতে পারত। এই ভুলগুলো পরের ম্যাচে করলে হবে না।”

দুই শতরানকারী রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও বিরাট কোহলির প্রশংসাও শোনা গিয়েছে রাহুলের মুখে। কোহলির থেকে রুতুরাজকে নিয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত রাহুল। তিনি বলেন, “কোহলি তো এই কাজটা বছরের পর বছর ধরে করছে। ৫৩ বার করেছে। কিন্তু রুতুরাজ দুর্দান্ত খেলেছে। যে ভাবে শুরু থেকে আক্রমণ করেছে তা অসাধারণ। ওদের জন্যই ২০ রান বেশি হয়েছে।” কিন্তু ম্যাচ জিততে তো আরও ২০ রান লাগত। সেটাই হল না। পাশাপাশি হারের দায় নিজের ঘাড়েও নিয়েছেন রাহুল। তাঁর টস হারাকেও হারের একটি কারণ বলে মনে করেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বলেন, “নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছা করছে। টস হেরে গেলাম। সত্যি, এই ম্যাচগুলোয় টস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুরো খেলাটাই বদলে দেয়।”

পশ্চিম জেলা হ্যান্ডবলের সাধারণ সভা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলা হ্যান্ডবলের সাধারণ সভা আগামী ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঐদিন সন্ধ্যা সাতটায় সিটি সেন্টারস্থিত অভিজাত রেস্টুরেন্টে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সকল সদস্য সদস্যদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নবগঠিত কমিটির কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, টুর্নামেন্ট আয়োজনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের অগ্রগতি ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সকল সদস্যদের উপস্থিতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের জন্য ২০ সদস্যের রাজ্য দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের জন্য ত্রিপুরা দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে আগরতলায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৭৯ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের গ্রুপ ডি এর চারটি দলের মধ্যে ছয়টি গ্রুপ লীগের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক ত্রিপুরা ছাড়া মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড আগরতলায় খেলতে আসবে। এদিকে আজ, বৃহস্পতিবার ২০ সদস্য বিশিষ্ট খেলোয়ারদের নাম ঘোষণা করেছেন। টিএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা এক বিবৃতিতে খেলোয়াড়দের নাম জানিয়েছেন। নির্বাচিত রাজ্য দলে গোলকিপার বুদ্ধ দেববর্মা ও সুরজিৎ জমাতিয়া। ডিফেন্সে অনিকেত জমাতিয়া, রাজচন্দ্র জমাতিয়া আসিফ আলি মোল্লা, সাইড ব্যাক - সাবাত জামাতিয়া, আসাইফাং জমাতিয়া, সুকান্ত জানা, বিট্টু জমাতিয়া। মিডফিল্ডার ভক্ত সাধন জমাতিয়া, লাল ভেঙ্গা ডার্লং, ঢাকেশ্বরী সিং, সান্তাজয় রিয়ান শুভম দেববর্মা। ফরওয়ার্ড - জাবেদা ডার্লং, দেবাশীষ রায়, বিলাশ দেববর্মা, প্রীতম সরকার, অমিত জমাতিয়া, জন জমজিয়া। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে মনিশ দেববর্মা, বিশ্ব নারায়ণ জমাতিয়া, বীরু দেববর্মা ও খাচাং জমাতিয়া কে। দলের সঙ্গে অফিশিয়াল হিসেবে প্রধান কোচ দীনেশ কুমার প্রধান, সহকারী কোচ রূপক মজুমদার, অফিসিয়াল অশ্বিনী ধানুক ও ম্যানেজার সুভাষ ঘোষ।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় স্টেট রেফারি ক্লিনিক শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা রাজ্যের ভলিবল খেলার মানোন্নয়ন ও নতুন রেফারি তৈরির লক্ষ্যে আজ, বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ”স্টেট রেফারি ক্লিনিক”-এর উদ্বোধন হলো। রাজ্যের ৫০ জন আগ্রহী ছেলেমেয়ে এই বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়া জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রতন সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক অপু রায়, স্পোর্টস সেল-এর প্রভারি কমল দে, ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ, সম্পাদক বিমান দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন সূত্র জানাচ্ছে, রাজ্যের ৫০ জন ছেলেমেয়ে এই ক্লিনিকে অংশ নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর সফল অংশগ্রহণকারীদের রাজ্য রেফারি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর ফলে রাজ্যে খেলার নিয়ম-কানুন পরিচালনায় আরও বেশি প্রশিক্ষিত রেফারি পাওয়া যাবে, যা খেলার সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করবে।

ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক আশা প্রকাশ করেন যে এই ক্লিনিকের মাধ্যমে রাজ্যের ভলিবল রেফারিদের দক্ষতা আরও বাড়বে এবং ভলিবলের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। উল্লেখ্য, এই শিবির চলবে চার দিন।

ছয়ের বদলে এক রান! মার্করামের নিশ্চিত ছক্কা আটকে দিলেন শরীর ছুড়ে, দলে না থেকেও নজর কাড়লেন তিলক

প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও ভারতের প্রথম একাদশে জায়গা পাননি। তবু নজর কাড়লেন তিলক বর্মা। ফিল্ডিং করতে নেমে এডেন মার্করামের মারা নিশ্চিত ছয় আটকে দিলেন। তিলকের দুরন্ত ফিল্ডিংয়ের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ২০তম ওভারের। কুলদীপ যাদবের চতুর্থ বলটি লং অনে তুলে মারেন মার্করাম। বেশ উঁচু দিয়েই বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে যাচ্ছিল বল। সেখানে ফিল্ডার ছিলেন তিলক। বলের নাগাল পাওয়া নিশ্চিত নয় বুঝেও মরিয়া চেষ্টা করেন ২৩ বছরের ক্রিকেটার। বল বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে যাওয়ার পর শরীর ছুড়ে নাগাল পান। ক্যাচ ধরলেও তিলকের শরীর তখন পুরোপুরি বাউন্ডারি লাইনের বাইরে। উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মাটিতে শরীর স্পর্শ হওয়ার আগে বলটি মাঠের ভিতর ছুড়ে দেন তিলক।

অন্য দিকে, ২২ গজে থাকা মার্করাম এবং টেম্বা বাভুমা ধরেই নিয়েছিলেন ছয় হচ্ছে। তাই তাঁরা খুচরো ১ রান নেওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়েন। তিলক ছক্কা বাঁচিয়ে দেওয়ার পরও তাঁরা সম্ভবত ভেবেছিলেন ৬ রান হবে। তাই আর দৌড়োননি। কিন্তু কয়েক বার টেলিভিশন রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার জানিয়ে দেন, ছয় হয়নি। তিলক শূন্য থাকা অবস্থাতেই বল মাঠের ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই ১ রান।

তিলক যে জায়গায় দুরন্ত ফিল্ডিং করে ৫ বাঁচালেন, ঠিক সেই জায়গাতেই কিছুক্ষণ আগে ফিল্ডার ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনি একই ভাবে মারা মার্করামের একটি শট আটকানোর তেমন চেষ্টাই করেননি। ছয় হয়ে যায়। অথচ সেই শটটিতে সহজ ক্যাচ ধরার সুযোগ ছিল। ধারাভাষ্যকারেরাও বলেন, প্রথম বারও তিলক ফিল্ডার থাকলে ভারত সুবিধাজনক জায়গায় থাকতে পারত।

সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল, পঞ্জাবকে হারিয়ে দিল লাল-হলুদ, লাল কার্ড দেখলেন কোচ অস্কার

এক বছর পর আবার সুপার কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার গোয়ায় সুপার কাপের সেমিফাইনালে পঞ্জাব এফসি-কে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল তারা। গোল করলেন মহম্মদ রশিদ, কেভিন সিবিলে এবং সাউল ক্রেসপো। ফাইনালে গোয়া বনাম মুম্বই ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। তবে চিন্তা থাকল কোচ অস্কার ব্রুজোর লাল কার্ড নিয়ে। পাঁচ বিদেশিকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। শুরু থেকে দুই দল একে অপরকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। খেলা হচ্ছিল লম্বা বলে। দু’বার আক্রমণে উঠেছিল পঞ্জাব। তবে সুবিধা করতে পারেনি তারা। ইস্টবেঙ্গলের আধিপত্য ছিল একটু বেশি। তারা নীচ থেকে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টা করছিল। তবে গোল আসে সেট পিস থেকে।

১২ মিনিটের মাথায় কর্নার পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। বক্সে রাখা কর্নার ক্লিয়ার হয়ে পৌঁছয় রশিদের কাছে। তিনি বক্সের বাইরে থেকেই নিচু শট নেন। দুই দলের ফুটবলারদের পায়ের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে যায়। পঞ্জাবের গোলকিপার শাবিরের হাতে বল লাগলেও তিনি আটকাতে পারেননি।

কিছু ক্ষণ পরেই নাওরেম মহেশের একটি শট প্রতিহত হয়। গোল পেয়ে চাপ আরও বাড়াচ্ছিল ইস্টবেঙ্গল। পঞ্জাবের ফুটবলারেরা নিজেদের অর্ধের বাইরে বেরোতেই পারছিলেন না। জলপানের বিরতির পরেই পেনাল্টি পায় পঞ্জাব। রিকি শ্যাবং হেড করে ইস্টবেঙ্গল বক্সে বল ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। তা লাগে বিপিন সিংহের হাতে। পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান ড্যানিয়েল রামিরেজ। গোল খাওয়ার পরেই রশিদ আবার একটি লম্বা শট মেরেছিলেন। সেটি গোলের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। পঞ্জাব এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তবে রামিরেজ সফল হননি। বিরতির আগেই রাগ দেখানোর কারণে হলুদ কার্ড দেখেন অস্কার। তার পরেই মিগুয়েল ফেরেরার ফ্রি কিক থেকে কর্নার পায় ইস্টবেঙ্গল। কর্নার থেকে সিবিলের হেড জালে জড়িয়ে যায়। এর পরেই চতুর্থ রেফারির সামনে গিয়ে উল্লাস করতে থাকেন অস্কার। তা দেখে মাঠের রেফারি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড এবং লাল কার্ড দেখিয়ে অস্কারকে মাঠ থেকে বার করে দেন। বেরনোর সময়ও রিজার্ভ বেঞ্চে ঘুষি মারতে দেখা যায় অস্কারকে। কোনও মতে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যান টিম ম্যানেজার প্রতীম সাহা। দ্বিতীয়ার্ধে অস্কারকে দেখা যায় গ্যালারি থেকে বসে দল পরিচালনা করতে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলেরই। বেশি পাস খেলে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করছিলেন লাল-হলুদের ফুটবলারেরা। ৫৬ মিনিটের মাথায় মিগুয়েল থেকে মহেশ হয়ে বল যায় বিপিনের কাছে। তিনি ক্রস করেছিলেন হিরোশি ইবুসুকির উদ্দেশে। জাপানি ফুটবলারের হেড লাগে পোস্টে।

৭১ মিনিটে তৃতীয় গোল করে ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েল ছোট পাস বাড়িয়েছিলেন সাউলকে। স্পেনীয় ফুটবলার দূরপাল্লার শটে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচের শেষ ভাগে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। তবে আর গোল করতে পারেনি তারা।

২০১৮ এবং ২০২৪-এর পর আবার সুপার কাপের ফাইনাল খেলবে ইস্টবেঙ্গল। এ বছরের শুরুতে সুপার কাপ হয়েছিল। সে বার তারা বিদায় নিয়েছিল শেষ ষোলো থেকেই। সুপার কাপ জিতলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্লে-অফ খেলার সুযোগ পাওয়া যাবে। না হলে খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে।

নেতা এবং মেন্টর! রায়পুরে বিরাটের দ্বৈত ভূমিকায় মুগ্ধ গাভাসকর

রায়পুরে প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৭৭ বলে সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। তবে এই সেঞ্চুরির নেপথ্যে রয়েছে বিরাট কোহলির পরামর্শ। নিজেই এ কথা বলেছেন সিএসকে অধিনায়ক। কোহলির এহেন ভূমিকায় খুশি কিংবদন্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরও। তাঁর মতে, রুতুরাজের প্রাথমিক জড়তা কাটাতে সাহায্য করেছেন কোহলি।

রাঁচিতে রুতুরাজ করেছিলেন মাত্র ৮ রান। ব্যর্থতা ভুলে রায়পুরে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন তিনি। একাধিকবার তাঁকে নানান পরামর্শ দিতে দেখা গিয়েছে বিরাটকে। সেই পরামর্শমতো মাথা ঠান্ডা রেখে তাঁর ইনিংসকে সেঞ্চুরিতে রূপান্তরিত করেন। সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে গাভাসকর বলছেন, “বিরাট এবং রুতুরাজ যেভাবে সেই জুটি গড়ে তুলেছে, তা এককথায় অসাধারণ। জানসেনের ভয়ংকর বাউন্সার রুতুরাজকে স্বাগত জানিয়েছিল। ওর মতো ব্যাটার হতচকিত হয়ে যায়। আগের বলেই যশস্বীকে আউট করে জানসেন। তাই রুতুরাজকেও শার্প বাউন্সার দেয়। যা গ্লাভসে লেগে উইকেটের পিছন দিয়ে বাউন্ডারির সীমানা পেরয়। সঙ্গে সঙ্গে কোহলি এগিয়ে এসে ওকে পরামর্শ দেয়।”

সানির সংযোজন, “রুতুরাজ প্রথম ম্যাচে কিছুটা হয়তো নার্ভাস ছিল। যেটুকু সময় ক্রিজে ছিল, ওকে দেখে বেশ ভালোই লাগছিল। তবে দুরন্ত ক্যাচ নেয় ব্রেভিস। রান পেতে গেলে মাঝেমাঝে ভাগ্যেরও সহায়তা দরকার হয়। সেটা ও পায়নি।” সেই কারণেই সানি মনে করেন, কোহলির পরামর্শ সিএসকে অধিনায়কের ব্যাটিংয়ে প্রভাব রেখেছে। আর তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সুফল পেয়েছেন রুতুরাজ।

তিনি আরও বলেন, “কোহলির পরামর্শে ও সুফল পেয়েছে। মানসিকভাবেও শক্তিশালী করে তুলেছে। পরের বলটাতেই ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছে। একেবারে ফ্রন্টফুটে। বিরাট যেভাবে ওকে গাইড করেছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। নিজে রান করেছে, সঙ্গীকেও রান করতে সাহায্য করেছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাইশ গজে ওরা দুর্দান্ত ছিল। বিরাটের মতো একজন সিনিয়র ক্রিকেটার যেভাবে একজন তরুণ খেলোয়াড়কে পথ দেখাচ্ছেন, তা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে।”

উল্লেখ্য, ১৯৫ রানের জুটি গড়েছেন বিরাট-রুতু। যা একটা রেকর্ডও। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের আন্তর্জাতিকে এটাই যে কোনও উইকেটে সর্বোচ্চ জুটি। ভারতীয় দলের ইনিংস শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে রুতুরাজ বলেন, “বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাট করার স্বপ্ন ছিল অনেক দিন। সেই স্বপ্নপূরণ হল। জুটিটাও দারুণ হয়েছে। যখন ব্যাটিং করছি, বিরাট ভাইয়ের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমাকে ফিল্ডিংয়ের গ্যাপ কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছে। এমনকী কে কেমন বল করে, কে কোন লেংথে বল করে, কার বল কীভাবে খেলতে হবে, সব কিছু ও বলে দিয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছি। আমরা ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগোচ্ছিলাম।” আর এবার কোহলির এহেন ভূমিকায় মুগ্ধ গাভাসকর। উল্লেখ্য, রায়পুরে একগুচ্ছ নজির গড়ে ৫৩তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন কোহলিও।

অ্যাশেজ সিরিজ: রুটের অপরাজিত ১৩৫, স্টার্কের ৬ উইকেট! ব্রিসবেনে প্রথম দিন ইংল্যান্ড ৩২৫/৯

পার্থে প্রথম টেস্টে দাঁড়াতে পারেনি ইংল্যান্ড। মাত্র দু’দিনে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল তারা। কিন্তু ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টের শুরুটা ভাল হল তাদের। গোটা দিন ধরে ব্যাট করল তারা। নজর কাড়লেন জো রুট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম শতরান করলেন তিনি। উল্টো দিকে অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক নিলেন ৬ উইকেট। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ৯ উইকেটে ৩২৫। রুট ১৩৫ ও জফ্রা আর্চার ৩২ রানে ব্যাট করছেন।

গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের বিরুদ্ধে জ্যাক ক্রলি ও রুটকেই সাবলীল দেখাল। বাকিরা বড় রান করতে পারেননি। কিন্তু রুট দেখিয়েছেন, কেন আইসিসি ক্রমতালিকায় বিশ্বের এক নম্বর টেস্ট ব্যাটার তিনি। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর সর্বাধিক রান ছিল ৮৯। এই গাব্বাতেই ২০২১-২২ সিরিজে করেছিলেন রুট। সেই মাঠেই এল শতরান। এটি টেস্টে রুটের ৪০তম শতরান। আর একটি শতরান করলেই রিকি পন্টিংকে ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি। শীর্ষে রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর (৫১)। দ্বিতীয় স্থানে জাক কালিস (৪৫)।

ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্টোকস। কিন্তু স্টার্কের শুরুটা দেখে হয়তো সাজঘরে বসে নিজেকেই গালাগাল দিচ্ছিলেন তিনি। স্টার্কের প্রথম ওভারেই আউট হন বেন ডাকেট। শূন্য রানে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। স্টার্কের পরের ওভারে শূন্য রানে বোল্ড হন ওলি পোপ। ৫ রানে ২ উইকেট পড়ে যায় ইংল্যান্ডের।

দেখে মনে হচ্ছিল, পার্থের মতো ব্রিসবেনেও ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ভেঙে পড়বে। কিন্তু সেখান থেকে দলকে টানলেন ক্রলি ও রুট। ক্রলি নিজের শট খেললেন। যখনই অফ স্টাম্পের বাইরে বা শরীরে বল পেলেন, হাত খুললেন। রুট অন্য দিকে সাবধানে খেলছিলেন। কোনও তাড়াহুড়ো করেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা যে ভাল বল করছিলেন না তা নয়। মাঝে মাঝে ব্যাটের পাশ দিয়ে বল বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু খোঁচা লাগছিল না। প্রথম সেশনেই নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ক্রলি। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বার করেছেন দুই ব্যাটার। সেশনের শেষ দিকে শট খেলা সহজ হয়ে যায়। দ্রুত রানও ওঠে। ব্রিসবেনে পাঁচ পেসার খেলিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। স্টার্ক ছাড়া মাইকেল নেসের, স্কট বোলান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট ও ক্যামেরন গ্রিন রয়েছেন। কিন্তু কেউ ইংল্যান্ডের দুই ব্যাটারকে খুব বেশি সমস্যায় ফেলতে পারেননি। চা বিরতিতে ইংল্যান্ডের রান ছিল ২ উইকেটে ৯৮। বিরতির পরেও ক্রলি দ্রুত রান করছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, শতরান হবে তাঁর। কিন্তু সেই জুটি ভাঙলেন নেসের। ৭৬ রানের মাথায় ক্রলিকে আউট করলেন তিনি। শতরান হাতছাড়া হল ক্রলির। তিনি আউট হওয়ার পর জুটি বাঁধেন রুট ও হ্যারি ব্রুক। আইসিসি-র টেস্ট ক্রমতালিকায় থাকা এক ও দু’নম্বর ব্যাটার দলকে টানছিলেন। অর্ধশতরান করেন রুট। ব্রুক নিজের ছন্দে খেলছিলেন। কিন্তু স্টার্কের বলে ৩১ রান করে আউট হন তিনি।

ব্রুক আউট হওয়ার পর নামেন স্টোকস। শুরুতে সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। ফলে রুটকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হচ্ছিল। সেই দায়িত্ব নেন তিনি। স্টার্ককে সামলান। নৈশভোজের বিরতি পর্যন্ত ক্রিজে ছিলেন দু’জন। বিরতির পরেও ভালই খেলছিলেন দুই ব্যাটার। কিন্তু ১৯ রানের মাথায় ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন স্টোকস। উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথও শূন্য রানে আউট হয়েছেন। অপর প্রান্তে পর পর উইকেট পড়লেও রুটকে সমস্যায় ফেলতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা। দু’বার তাঁর বিরুদ্ধে ডিআরএস নেন স্টিভ স্মিথ। দু’বারই সেই আবেদন খারিজ হয়। সব চাপ সামলে ১৮১ বলে শতরান করেন তিনি। শতরানের পর রুটের উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এই ইনিংসের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতটা। রুট টিকে থাকলেও গাস অ্যাটকিনসন ও ব্রাইডন কার্স তাড়াতাড়ি আউট হন। অ্যাটকিনসনের উইকেটের কৃতিত্ব উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারের। পিছন দিকে অন্তত ৩০ গজ দৌড়ে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন তিনি। দু’টি উইকেটই নেন স্টার্ক। পার্থে প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ব্রিসবেনেও প্রথম ইনিংসে নিলেন ৬ উইকেট। টেস্টে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হলেন স্টার্ক। ১০২ টেস্টে ৪১৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রমের দখলে। ১০৪ টেস্টে ৪১৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আক্রমকে ছাপিয়ে গেলেন স্টার্ক। দেখে মনে হচ্ছিল, প্রথম দিনই অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে নামতে হবে। স্টোকসেরা তৈরিও ছিলেন। কিন্তু সব হিসাব গুলিয়ে দিলেন আর্চার। ১১ নম্বরে নেমে ঝোড়ো ইনিংস খেললেন তিনি। তাঁকে দেখে গিয়ার বদলালেন রুটও। দু’জনের মধ্যে ৪৪ বলে ৬১ রানের জুটি হল। সেই জুটি ভাঙতে পারল না অস্ট্রেলিয়া। ফলে দ্বিতীয় দিন আবার ব্যাট করতে নামবে ইংল্যান্ড।

বড় রান পেল না বৈভব, আবার হারল বিহার, শামির চার উইকেটে মুস্তাক আলিতে সার্ভিসেসকে হারাল বাংলা

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বড় রান পেল না বৈভব সূর্যবংশী। অল্পের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া হলেও ভাল খেলেছে সে। তবে আবার হেরে গিয়েছে বিহার। এ বার তারা গোয়ার কাছে হেরেছে। অন্য দিকে, সার্ভিসেসকে হারিয়েছে বাংলা। চার উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছেন মহম্মদ শামি। ম্যাচের সেরাও তিনি।

বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল বিহার। তাদের দুই ওপেনারই ভাল খেলেন। বৈভব চারটি চার এবং চারটি ছয়ের সাহায্যে ২৫ বলে ৪৬ রান করে আউট হয়। অধিনায়ক সাকিবুল গনি ৪১ বলে ৬০ রান করেন। চারটি চার এবং তিনটি ছয় মেরেছেন তিনি। তিনে নামা আকাশ রাজ ৩১ বলে ৪০ রান করেন। তার পর আর কোনও ব্যাটারই রান পাননি। ২০ ওভারে ১৮০/৭ তোলে গোয়া। অর্জুন তেন্ডুলকর ৩২ রানে ২ উইকেট নেন।

গোয়ায় দুই ক্রিকেটারই তাদের জিতিয়ে দিয়েছেন। ওপেনার ৪৯ বলে ৬৪ রান করেন পাঁচটি চার এবং একটি ছয়ের সাহায্যে। এর পর অধিনায়ক সুযশ প্রভুদেসাই ৪৬ বলে ৭৯ রান করে দলকে জিতিয়ে দেন। তিনি ছ’টি চার এবং তিনটি ছয় মেরেছেন। পাঁচ উইকেটে জিতেছে গোয়া। হায়দরাবাদে টসে জিতে সার্ভিসেসকে আগে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল বাংলা। প্রথম বলেই গৌরব কোছরকে আউট করেন শামি। এর পর অপর ওপেনার রবি চৌহানকেও (২৬) আউট করেন। পরের দিকে তুলে নেন নকুল শর্মা (৩২) এবং বিশাল গৌরকে (০)। সার্ভিসেসের কোনও ব্যাটারকেই বড় রান করতে দেয়নি বাংলা। সর্বোচ্চ অধিনায়ক মোহিলা অহলাবতের ৩৮। ৩.২ ওভার বল করে ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন শামি। ২৭ রানে ৩ উইকেট আকাশ দীপের।

জবাবে বাংলা ২৯ বল বাকি থাকতে জিতেছে। প্রথম বলে করণ লাল (০) ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে অভিষেক পোড়েল (৫৬) এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৫৮) ৯৩ রানের জুটি বাংলার জয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। পরের দিকে ভাল খেলেন যুবরাজ কেশওয়ানি (অপরাজিত ৩৬) এবং আকাশ দীপ (অপরাজিত ১৪)।

এন.ডি.আর.এফ.-এর প্রথম ব্যাটেলিয়ন কার্যালয় পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর:রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে গোকুলনগরস্থিত আর.আর.সি. আগরতলা এন.ডি.আর.এফ.-এর প্রথম ব্যাটেলিয়নের কার্যালয় পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল সেখানে গিয়ে পৌঁছালে ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট এইচ.পি. সিং কান্ডারি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় এন.ডি.আর.এফ.-এর দায়িত্ব, কর্তব্য, উদ্ধার প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন। রাজ্যপাল এন.ডি.আর.এফ-এর অফিস, বিভিন্ন বিভাগ এবং রেসকিউ ব্যারাক রুম পরিদর্শন করেন। তিনি বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও পরিদর্শন করেন।

সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। এন.ডি.আর.এফ-এর আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল বিপর্যয় প্রবণ এলাকায় সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করার পরামর্শ দেন। পরিদর্শনের সময় সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জেলার এস.পি. বিজয় দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে গর্ভবতী মায়ের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মা সহ নবজাতকের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান শুরু হবার পর থেকে এখানে নিয়মিত প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ জনিত নানা সমস্যার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত সাহার নেতৃত্বে নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় গতকাল তেলিয়ামুড়া এলাকার ২৯ বৎসর বয়সী এক গর্ভবতী মহিলার সিজারিয়ান সেকশন এর মাধ্যমে সফলভাবে প্রসব করানো হয়।

কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় ডাঃ সাহা মহিলার জরায়ুতে একটি টিউমারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন, যা ছিল জরায়ুর মায়োমেকটমি। তিনি এটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মহিলার পরিবার-পরিজনদেরকে বিষয়টি জানান এবং তাদের সম্মতির ভিত্তিতে দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর মহিলার সিজারিয়ান সেকশন, মায়োমেকটমি (টিউমার অপসারণ) সহ টিউবাল লাইগেশন পর পর তিনটি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর মা ও নবজাত উভয়েই চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

উক্ত অস্ত্রোপচারে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত সাহার সাথে ছিলেন প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবশ্রী দাস, অ্যানেস্থেসিস্ট ডাঃ সমীর রঞ্জন দেববর্মা, নার্সিং অফিসার প্রভাস দেব, ওটি টেকনিশিয়ান কৃষ্ণ বণিক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অন্য কোনও উন্নত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালেই আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সফলভাবে এই অস্ত্রোপচারের সুবিধা লাভ করে মহিলার পরিবার-পরিজনেরা চিকিৎসকসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় প্রথম রাজ্যস্তরের যৌথ টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: টিবি মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল মহাকরণের ২ নং কনফারেন্স হলে প্রথম রাজ্যস্তরের যৌথ টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। এ বৈঠকে স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন সহ অন্যান্য দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন এন জি ও-এর প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।

ত্রিপুরাকে সম্পূর্ণভাবে 'টিবি মুক্ত রাজ্য' হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে রাজ্যে শক্তিশালী টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। জেলা ও ব্লক স্তরেও নজরদারি, সচেতনতা এবং পরিষেবা আরও সক্রিয় করা হবে।

টিবি রোগীদের দ্রুত শনাক্তকরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পুষ্টিসহায়তার (ষ্ণু-দ্দৃস্ত্বা ঞ্জদ্রস্তুদ্র্ দ্রদ্দখদ্রখ) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পঞ্চায়েত, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন সহ বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করে টিবি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে।

বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে যৌথভাবে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে জনগণের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের এনএসএস শাখার উদ্যোগে এক সচেতনতা আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৪ ডিসেম্বর: আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের এনএসএস শাখার উদ্যোগে এক সচেতনতা আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের এসডিএম ও ডাঃ সুব্রত দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার বিলোনিয়া শাখার সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নম: সম্পাদক শ্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, এন এস এস শাখার প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অভিজিৎ চৌধুরী এবং সভার সভাপতি তথা কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস।

বর্তমানে সমাজে মাদকের নেশা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে যুব সমাজ এর প্রধান শিকার। তিনি নেশার কুফল সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করেন এবং এইডস রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, একই সুচের ব্যবহার এবং অসাবধানতাবশত রক্ত গ্রহণ এইডস সংক্রমণের প্রধান কারণ। সচেতনতা ও নিরাপদ আচরণের মাধ্যমেই এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার বিলোনিয়া শাখার সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ বক্তব্যে হেপাটাইটিস ও ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই দুই রোগেই নিয়মিত চিকিৎসা, সুষম খাদ্যাভ্যাস ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য পারিপার্শকি অবস্থার কারণেও আজকাল একসময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে তো আত্মহত্যার মতো খারাপ পথ গ্রহণ করা উচিত নয়।

অনুষ্ঠানে সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী ও এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অভিজিৎ চৌধুরীও সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখার সময় সমাজের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান রাখেন। এই আলোচনা চক্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ ধরনের সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি ৫০০জন ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক ও অশিক্ষিকদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

একই দিনে নেশার বিরুদ্ধে ''ও আর এস'' সংস্থার উদ্যোগে সচেতনতা মূলক নাটক মঞ্চস্থ করে।পরিশেষে সভার সভাপতি ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস তাঁর সভাপতির বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের নেশামুক্ত জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং এমন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

এইচডিএফসি ব্যাংকের উদয়পুর শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ ডিসেম্বর: 'রক্তদান জীবন দান' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ রক্তদান উৎসবে শামিল হলো এইচডিএফসি ব্যাংকের উদয়পুর শাখা। ২০১৭ সাল থেকে একটানা ৯ বছর উদয়পুর শাখা' কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বক্তব্য সি এস আর স্কীমের এই ধরনের সামাজিক কাজ করে আসছেন এইচডিএফসি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা। আজ উদয়পুর এইচডিএফসি ব্যাংকের শাখায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক উদয়পুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদিব সরকার, ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধক অরূপ ভট্টাচার্য্য, ব্যাংকের অপারেশন ম্যানেজার নয়ন দেবনাথ এবং সহকারি শাখা প্রবন্ধ প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান উৎসবের শুভ সূচনা করেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। রক্তদান উৎসবের গুরুত্ব সম্পর্কে উপস্থিত বক্তারা রক্তদাতা, ব্যাংকের গ্রাহক এবং পদাধিকারী সহ ব্যাংকের কর্মীদের উদ্দেশ্যে রক্তদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অমূল্য রক্তের বিনিময়ে অনেক মুমূর্ষু রোগী তাদের জীবন ফিরে পায় ,রক্তের কোন জাত পাত থাকে না, কে কার রক্ত গ্রহণ করলো সেটা যেমন নির্ধারণ করা কঠিন ,তেমনি দুঃসময়ে মানুষের পাশে থাকার উদ্যম আরো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দিলে সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন হবে। বক্তারা এই বার্তাই তুলে ধরেন। আজকের রক্তদান শিবিরে উৎসাহী ব্যাংক কর্মী ,ব্যাংকের গ্রাহক থেকে শুরু করে সাধারণ রক্তদাতারা রক্তদানে এগিয়ে আসেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ২১ জন রক্তদান করলেও এই সংখ্যাটা ৩০ ছুঁয়ে যাবে বলে এইচ ডি এফ সি ব্যাংকের উদয়পুর শাখার আধিকারিকরা জানিয়েছেন। এইচডিএফসি ব্যাংকের শাখা প্রবন্ধক অরূপ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন এইচডিএফসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ যেমন -স্বচ্ছ ভারত অভিযান, দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ , গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বস্ত্র, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ প্রতিবছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন জারি থাকবে।

শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা বর্তমানে শিল্প ও পরিকাঠামোর বিকাশের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাকৃতিক সম্পদ, শান্তিপূর্ন পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং দক্ষ মানব সম্পদের সমন্বয়ে বর্তমান ত্রিপুরা শিল্প স্থাপনে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। নতুন বিনিয়োগ আনতে তথা শিল্প উদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করতে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পের উন্নয়নে শ্রমিকদের বিরাট অবদান রয়েছে। তাই নিগমকে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে লেবার ব্যাঙ্ক তৈরি করার উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার স্থানীয় পণ্য রাবার, বাঁশকে কাজে লাগিয়ে টিস্যুপেপার ইন্ডাস্ট্রি, ম্যাচ বক্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। আজকের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শিল্প অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার দিকটির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরও বলেন, শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত সমস্যা, নীতি প্রণয়নে এবং শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলির বিষয়ে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করবে। বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়নের নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড-এর সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ১৪টি শিল্পাঞ্চল রয়েছে। আরও নতুন ৭টি শিল্পাঞ্চল স্থাপন পরিকল্পনাধীন রয়েছে। শিল্পাঞ্চলগুলিতে ১৯৩টি শিল্প সংস্থা চালু রয়েছে। আরও ১০৩টি শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরও ৪টি শিল্প এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের এম এস এম ই মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

শান্তিরবাজার ও ফটিকরায়ে নতুন শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বৈঠকে এছাড়াও শিল্প দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে টিআইডিসি-র এডিবি প্রজেক্ট, ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, লিজ রেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কোন স্থানের উন্নতি নির্ভর করে তার শিল্পের উন্নতির উপর। ত্রিপুরায়ও শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিনিয়োগকারীরাও আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

জনগণের কল্যাণকারী, সময়োপযোগী, বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এই শ্রমকোড: মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর:শ্রম কোড সহজ সরল করা হয়েছে। তার পাশাপাশি কল্যাণকারী, সময়োপযোগী, বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এই শ্রম কোড। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শ্রম মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। বিজেপি সরকারের শ্রম কল্যাণে পরিকল্পনা ও গৃহীত কাজকর্মের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি বলেন, বামপন্থী সংগঠনগুলো অপপ্রচার করছে। সুবিধা নিশ্চিত করলো শ্রম কোড। শ্রমিকদের জন্য বড় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আজ বিজেপির প্রদেশ অফিস কুশাভাউ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস ও প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার।

শ্রম কোড বিষয়ক আলোচনায় সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী বলেছেন কোডগুলো ব্রিটিশ ভারতের আমলে বা আগের শ্রম কোড বিচ্ছিন্ন করেছিল।বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে শ্রম কোড করা হয়েছে। এখন সম কাজে সমবেতন সুনিশ্চিত হবে। একই ক্যাটাগরি কাজের জন্য সমবেতন বলা হয়েছে। নারী পুরুষ সমান কাজে সমবেতন পাবেন। শ্রম কোডের কল্যাণকর ও সুবিধা নিয়ে ব্যাখ্যা করেন শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়।

বামপন্থী সংগঠনগুলো অপপ্রচার করছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন টিংকু রায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইনস্পেকটররাজ বন্ধ করতে চাইছে। তাই ইনস্পেকটরের বদলে সহায়ক বা সাহায্যকারী থাকবেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

আগের থেকে বর্তমানে সুবিধা বেশি ও সরলীকরণ করা হয়েছে। উদাহরণ দিয়েছেন টিংকু। শ্রম কোড আসার পর বেতন সহ নানা বিষয়ে সুরক্ষা বাড়বে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন শ্রম মন্ত্রী।

বাইজালবাড়ি থানার মেলকাবাড়িতে অবৈধ সাড়ে ছয় হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস, পুলিশের অভিযান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর:খোয়াই জেলার বাইজালবাড়ি থানার অন্তর্গত মেলকাবাড়ি এলাকায় বনদপ্তরের জমিতে অবৈধভাবে চাষ করা সাড়ে ছয় হাজারের বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষ রোধে পুলিশের এই অভিযান চলমান বলে জানানো হয়েছে।

কয়েকদিন আগেই একই এলাকায় অবৈধ গাঁজা ধ্বংস করতে গেলে পুলিশ, বনদপ্তর এবং নিরাপত্তাকর্মীদের উপর চাষিদের একাংশ হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় একজন বনদপ্তরের কর্মী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একজন জওয়ান আহত হন। এছাড়া পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বাইজালবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

পরবর্তী তদন্তের অংশ হিসেবেই বুধবার রাতের অভিযান চালানো হয়। এদিন অভিযানে নেতৃত্ব দেন খোয়াই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যুষ্টিন জোসেফ। তার সঙ্গে ছিলেন বাইজালবাড়ি থানার ওসি যুগল ত্রিপুরা, খোয়াই মহিলা থানার ওসি মীনা দেববর্মা, টিএসআর ও সিআরপিএফ -এর জওয়ানরা।

অভিযানে বনদপ্তরের জমিতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভবিষ্যতে এমন অবৈধ চাষ যাতে না বাড়তে পারে সে জন্য এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলের মত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথভাবে উদ্যোগ নিলে এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

হাসপাতালের প্রবেশমুখেই অরক্ষিত ট্রান্সফরমার, মেলাঘরে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর : সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের প্রবেশদ্বারের একেবারে সামনে অরক্ষিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার স্থাপনের ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এলাকায়। হাসপাতালের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে যে ট্রান্সফরমারটি বসানো হয়েছে। তা মাটির ওপর কয়েকটি ইট বিছিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। আরও অবাক করার বিষয়, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রান্সফরমারটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে কেবলমাত্র মুলি বাঁশের অস্থায়ী বেড়া।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসপাতালের মতো জনবহুল ও সংবেদনশীল স্থানে ট্রান্সফরমারের এমন দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রতিদিন শত শত রোগী, তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সাধারণ মানুষ এই প্রবেশমুখ দিয়ে যাতায়াত করেন। ফলে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমনকি আগুন লাগার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।স্থানীয়দের মতে, শক্ত ভিত্তি, সুরক্ষা-ঘেরা এবং প্রযুক্তিগত মান বজায় রেখে ট্রান্সফরমার স্থাপন করার কথা থাকলেও এখানে দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক উদাসীনতা।

খোদ মহকুমা শাসকের ঘরে লুট, উদ্ধার চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার, ধৃত চোর

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: করবুক মহকুমা শাসকের সরকারি বাসভবনে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে থালছড়া এলাকায়। ঘটনার পর তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টা পূর্ণ হওয়ার আগেই পুলিশ চোর এবং স্বর্ণালঙ্কার ক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সমস্ত স্বর্ণালংকার উদ্ধার করেছে। এদিকে, প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তার বাড়িতেই যখন নিরাপত্তা ভেদ করে চোর ঢুকে পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পুলিশের তৎপরতা নিয়ে।

পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার রাতে করবুক মহকুমা শাসকের সরকারি বাসভবনে প্রহর জমাতিয়া নামে এক যুবক হানা দেয়। সে বাড়ির সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বীরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ তদন্তে নামে। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রহর জমাতিয়াকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তার জবানবন্দির ভিত্তিতে অমরপুর বাজারের কৌশিকি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে হানা দেয়। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করে এবং তাকেও আটক করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এত দ্রুত চোর ধরা পড়া এবং গয়না উদ্ধার হলেও পুরো ঘটনার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। প্রশাসনিক প্রধানের বাড়িতে কীভাবে চুরি হলো, নিরাপত্তা ব্যর্থতার কারণ কীএসব নিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

গোমতী জেলায় ৩ মাস বেতনহীন অম্পি ব্লকের রেগা কর্মচারীরা, ক্ষোভ চরমে

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর : গোমতী জেলার অম্পি আর-ডি ব্লকের রেগা কর্মচারীরা গত তিন মাস যাবৎ বেতনভাতা থেকে বঞ্চিত। এমনটাই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সরব হয়েছেন তাঁরা।

তাঁরা জানিয়েছেন, রেগা ইঞ্জিনিয়াররা সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বেতন পাননি। একই সময়ে ব্লকের অন্যান্য রেগা কর্মচারীরাও অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বেতন পাচ্ছেন না।

কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন যে, অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সমস্যার কারণ হিসেবে অনলাইন সাইটের ত্রুটি উল্লেখ করে বেতন প্রদান পিছিয়ে দিচ্ছেন। তবে এই অজুহাত গত তিন মাস ধরে চলছে, যা কর্মচারীদের মধ্যে সন্দেহ ও ক্ষোভ বাড়াচ্ছে।

বোনাস ও দুর্গা পুজোর এডভান্স থেকেও বঞ্চিত হওয়া কর্মচারীরা এখন বেতনহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। অফিসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তর না পাওয়ায় কর্মচারীরা মনে করছেন, এটি কি কোনো অফিসিয়াল অনিয়ম বা অন্য কোনো ফন্দি নয়তো।

অম্পি ব্লক আধিকারিক এবং গোমতী জেলা প্রশাসক উভয়ের উপরেই প্রশ্নের মুখে কর্মচারীরা। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বেতনহীন অবস্থায় কর্মীরা অতিষ্ঠ।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বিশালগড় রেলস্টেশন, নজরদারির অভাবে সক্রিয় চোরাচালান চক্রের অভিযোগ

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর : বিশালগড় রেলস্টেশনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ যাত্রী ও স্থানীয়দের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। অনেক যাত্রীর দাবি, স্টেশনটিতে নিয়মিত টহল না থাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় সূত্র এবং যাত্রীদের একাংশের দাবি, সাব্রুম থেকে উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ হয়ে বিশালগড় রেলস্টেশন পেরিয়ে নেশা সামগ্রী আগরতলা রেলস্টেশনের দিকে পাচার করা হচ্ছে। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু ট্রেন রুটে পর্যাপ্ত তল্লাশি না হওয়া এবং মালবাহী কোচে নজরদারি কম থাকায় চোরাচালান চক্র এই পথকে সহজ রুট হিসেবে ব্যবহার করছে।

যদিও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয়দের মতেচোরাচালান রোধে স্টেশনে লাগাতার নজরদারি জরুরি হয়ে পড়েছে।

আগামী ৬ ও ৭ ডিসেম্বর মুক্তধারায় দুই দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: আগামী ৬ ও ৭ ডিসেম্বর আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্লাসিক অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য উৎসব। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রখ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি রাজ্যের বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরাও অংশগ্রহণ করবেন।

বিশালগড়ে শুরু হলো একতা পদযাত্রা, উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: বিশালগড় বাইদ্যাদিঘী স্কুল মাঠ সংলগ্ন কালীমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে আজ শুরু হলো একতা পদযাত্রা। আগামী ছয় দিন ধরে এই পদযাত্রা বিশালগড় বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রতিটি বুথ পরিক্রমা করবে। পদযাত্রার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব জানান, ঐক্যবদ্ধ বিশালগড়, উন্নত বিশালগড়এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পদযাত্রা শেষে একটি বৃহৎ জনসভার মাধ্যমে এই কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

বিধায়কের দাবি, বিশালগড়ের জনগণের উন্নয়ন, শাসকদলের অবস্থান শক্তিশালী করা এবং একটি আরও শক্তিশালী বিশালগড় গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas